কলকাতা, রবিবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

RNI No. WBBEN/2005/20115

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১১৪

Email ID

arokhabarbangla2007@gmail.com

আরো খবর

পাতা ৮ | ১৮ মাঘ ১৪৩২ রবিবার ● 1 FEBRUARY 2026 SUNDAY | মূল্য : ৩ টাকা

যোগ্য ভোটারদের ‘ব্যাকডোর’-এ বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে: মুখ্যমন্ত্রী

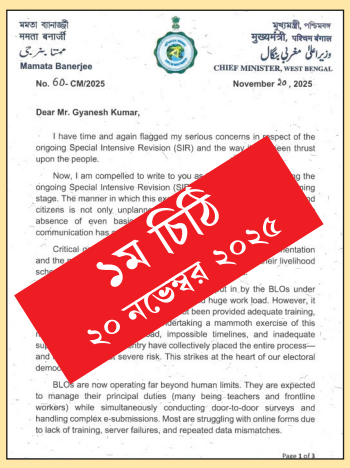

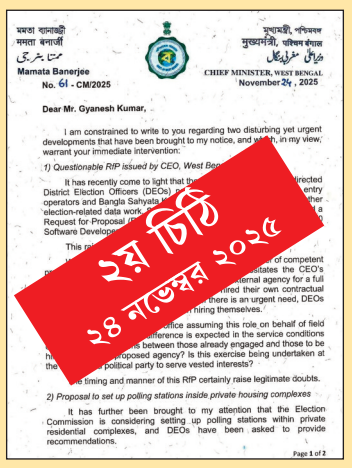

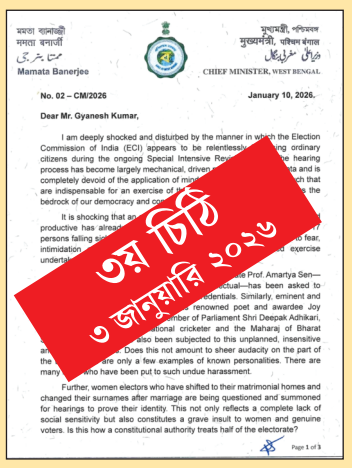

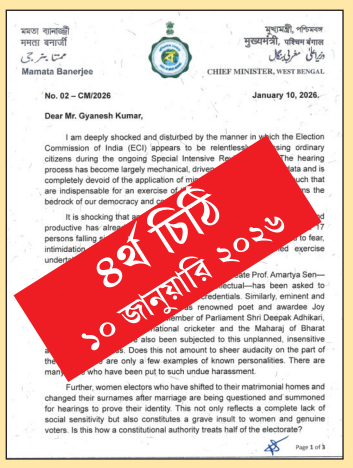

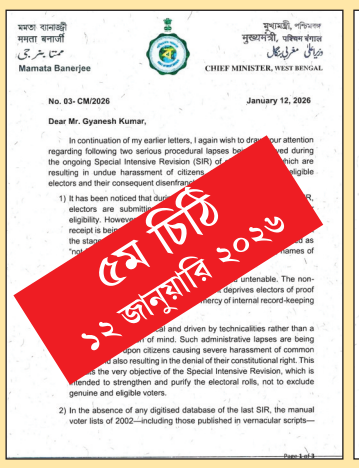

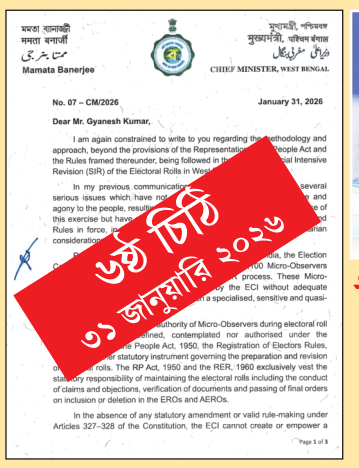

দিল্লিতে মুখোমুখি ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার

নিশানায় কমিশন পত্রবাণ মমতার

এসআইআর: পশ্চিমবঙ্গে ভিন্ন আইন!

আরো খবর প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ফের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, জন প্রতিনিধিত্ব আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির বাইরে গিয়ে একতরফা ভাবে এমন এক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মানবাধিকার ও ন্যূনতম মানবিক বিবেচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই সংশোধনী প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮, ১০০ মাইক্রো-অবজার্ভার মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ এই মাইক্রো-অবজার্ভারদের ভূমিকা, ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ কিংবা ভোটার নিবন্ধন বিধি, ১৯৬০; কোনও আইনেই নির্দিষ্ট নয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাঁদের একটি সংবেদনশীল ও আধা-আদালতীয় প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। চিঠিতে আরও

বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধন, দাবি-আপত্তি শুনানি, নথি যাচাই ও অন্তর্ভুক্তি বা বর্জনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা রয়েছে ইআরও ও এইআরও-দের হাতে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তাঁদের কার্যত ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরা ক্যাডারের চার জন আইএএস আধিকারিককে অতিরিক্ত অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কয়েক জন অবজার্ভার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে বেআইনি ভাবে ইআরওনেট পোর্টালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তথ্য বিকৃত করছেন। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ‘ব্যাকডোর’ চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। চিঠিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই মাইক্রো-অবজার্ভাররা আদৌ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নাকি শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক, তা স্পষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গে যে পদ্ধতিতে এসআইআর চালানো হচ্ছে, তা অন্য রাজ্যগুলির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। পরিবার রেজিস্টার, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের মতো নথির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও বৈষম্যের অভিযোগ তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, দেশের সর্বত্র এক আইন কার্যকর থাকার পরও পশ্চিমবঙ্গে আলাদা নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

এসআইআর: শনিতে ‘বলি’ আরও ৩

মুর্শিদাবাদে বাবাকে দাফন করে শুনানিতে হাজিরা

কল্যাণ বিশ্বাস ও সুব্রত রায়: এসআইআর ঘোষণার পর থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে মৃত্যু মিছিল। প্রতিদিন কোনও না কোন জেলায় মৃত্যু হচ্ছে সাধারন ভোটার থেকে বিএলও-র। আতঙ্কে কেউ আত্মঘাতী হচ্ছেন বা কেও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন। আবার কাজের চাপে একাধিক বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। এসআইআর ঘোষণার পর থেকে এমন একটা দিন নেই যেদিন এই কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। শনিবারও রাজ্যের দুই জেলায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। দুই জনের মৃত্যু

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধর মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁর দুই ছেলের নামে হিয়ারিংয়ের নোটিশ আসে বাড়িতে। গত বুধবার বিএলও বাড়িতে এসে ওই নোটিশ দিয়ে যান। হয়েছে মুর্শিদাবাদে এবং জলপাইগুড়িতে মারা গিয়েছেন এক যুবতী। মুর্শিদাবাদের কান্দিতে সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মুর্শিদাবাদের কান্দি ব্লকের আন্দুলিয়া পঞ্চায়েতের মাহাদিয়া নতুন পাড়া গ্রামের বাসিন্দা মুসলিম শেখের মৃত্যুতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন দিন আগে মুসলিম শেখের দুই ছেলে কালু ও ফিরোজ শেখের নামে শুনানির নোটিশ আসে। ‘শেখ’ বানানের জন্য লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির নোটিশ আসে। বড় ছেলে ফিরোজ বলেন, ‘বেশ কয়েক বছর আগে মা মারা যাওয়ার পর বাবা ও আমরা দুই ভাই রয়েছি। তার মধ্যে ভাই কালু শেখ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। ফলে তাঁকে নিয়ে বাবা দুশ্চিন্তা করতেন। এর মাঝে হিয়ারিংয়ের নোটিশ আসায় নথিপত্র জোগাড় করা নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু করেন। ভয়ে-আতঙ্কে ভুগতে থাকেন।’

এ দিনই ফিরোজ ও কালুকে আন্দুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিয়ারিং ক্যাম্পে হাজির হওয়ার কথা ছিল।

► এরপর দুইয়ের পাতায়

সংসদে আজ বাজেট পেশ

নজরে বঙ্গের ভোট?

জয় চক্রবর্তী

আরো খবর: দেশের অর্থনীতির দিকে এখন নজর সবার। আজ রবিবার সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। টানা কয়েক বছর বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এই বাজেট ঘিরে যেমন অনিশ্চয়তা, তেমনই কিছুটা আশাও দেখছেন অর্থনৈতিক মহল। এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা থেকে সামাজিক প্রকল্পে অতিরিক্ত নজর দেওয়া হতে পারে। তবে দেশের মানুষের নজর থাকবে, ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর-এর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বাজেট কী বলছে? পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বঙ্গ

আজ বাজেটে নজর

- আয়কর সংক্রান্ত ঘোষণার দিকে তাকিয়ে ভারতবাসী
- বঙ্গের জন্য থাকতে পারে আলাদা কোনও ঘোষণা
- বাংলার আর্থিক বিষয়ে বিশেষ ঘোষণাও হতে পারে
- প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকছে
- মহিলা ভোটব্যাঙ্কে, নয়া প্রকল্পের ঘোষণার সম্ভাবনা

বিজেপির মনে আশা জাগিয়ে কিছু ঘোষণা করতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া বাণিজ্যনীতি এবং একাধিক দেশের আর্থিক মন্দার প্রভাব সরাসরি পড়েছে ভারতের বাজারে। পড়শিদেশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পরিস্থিতি খারাপ হওয়া থেকে শুরু করে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি না হওয়াতেও ভারতীয় অর্থনীতি কিছুটা সমস্যায়। তার জেরে শেয়ার বাজারে ওঠানামা, বিদেশি লগ্নি হ্রাস এবং রফতানিতে চাপ স্পষ্ট। ডলার শক্তিশালী হওয়ায় টাকার মূল্যেও পড়েছে প্রভাব। শেয়ার বাজারে বিদেশি লগ্নিকারীদের বিক্রি অব্যাহত। তার সঙ্গে সোনা ও রুপোর দাম ঊর্ধ্বমুখী। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদ বিনিয়োগের দিকেই ঝুঁকছেন। এই পরিস্থিতিতে বাজেট থেকে বাজারের প্রত্যাশা অনেকটাই। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে মধ্যবিত্তের জন্য করছাড়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সহায়তা এবং রফতানি বৃদ্ধিতে বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা হতে পারে।

► এরপর দুইয়ের পাতায়

বঙ্গে হুঙ্কার শাহ’র

ফের জিতবে বাংলা: তৃণমূল

আরো খবর প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার বঙ্গে জোড়া সভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা অমিত শাহ। প্রথম সভাটি করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে। দ্বিতীয় সভাটি করেন শিলিগুড়ির বাগডোগরায়। দুই সভা থেকেই রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারকে নিশানা করেন তিনি। সেই সঙ্গে হুঙ্কার দেন পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে বঙ্গে ক্ষমতা দখলের। রাজ্যে ক্ষমতায় এসে সব দুর্নীতির তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে করাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন অমিত শাহ। ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী মাঠের সমাবেশ থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বাঙালি অস্মিতার বিরোধী। সংসদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূল বাধা দান করে। পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অমিত শাহের মুখে বাঙালি অস্মিতার কথা মানায় না, জবাব রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, যে অমিত শাহ বাঙালি অস্মিতার কথা বলছেন এই মাঠেই তারা সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিয়েছে। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। অভিষেক বলেন, বাংলায় ভোট এলেই দিল্লির বিজেপি নেতাদের মনে পড়ে বাংলার কথা। যখন ভোট থাকেনা তখন এদের দেখা যায় না। যদি সত্যিই বাংলার উন্নয়ন চান তাহলে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেন বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার?

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমাজ মাধ্যমে বিজেপির কড়া সমালোচনা করে বলা হয়েছে, অমিত শাহ ‘বন্দে মাতরম্’ উচ্চারণ করলেই তার তাৎপর্য তৈরি হয় না। বিশেষত যখন তাঁর দল বারবার প্রমাণ করেছে যে বাংলার কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই। নরেন্দ্র মোদী সংসদে দাঁড়িয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিম দা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন, যেখানে ভারতের এক মহান মনীষীকে অপমান করা হয়েছিল।

► এরপর দুইয়ের পাতায়

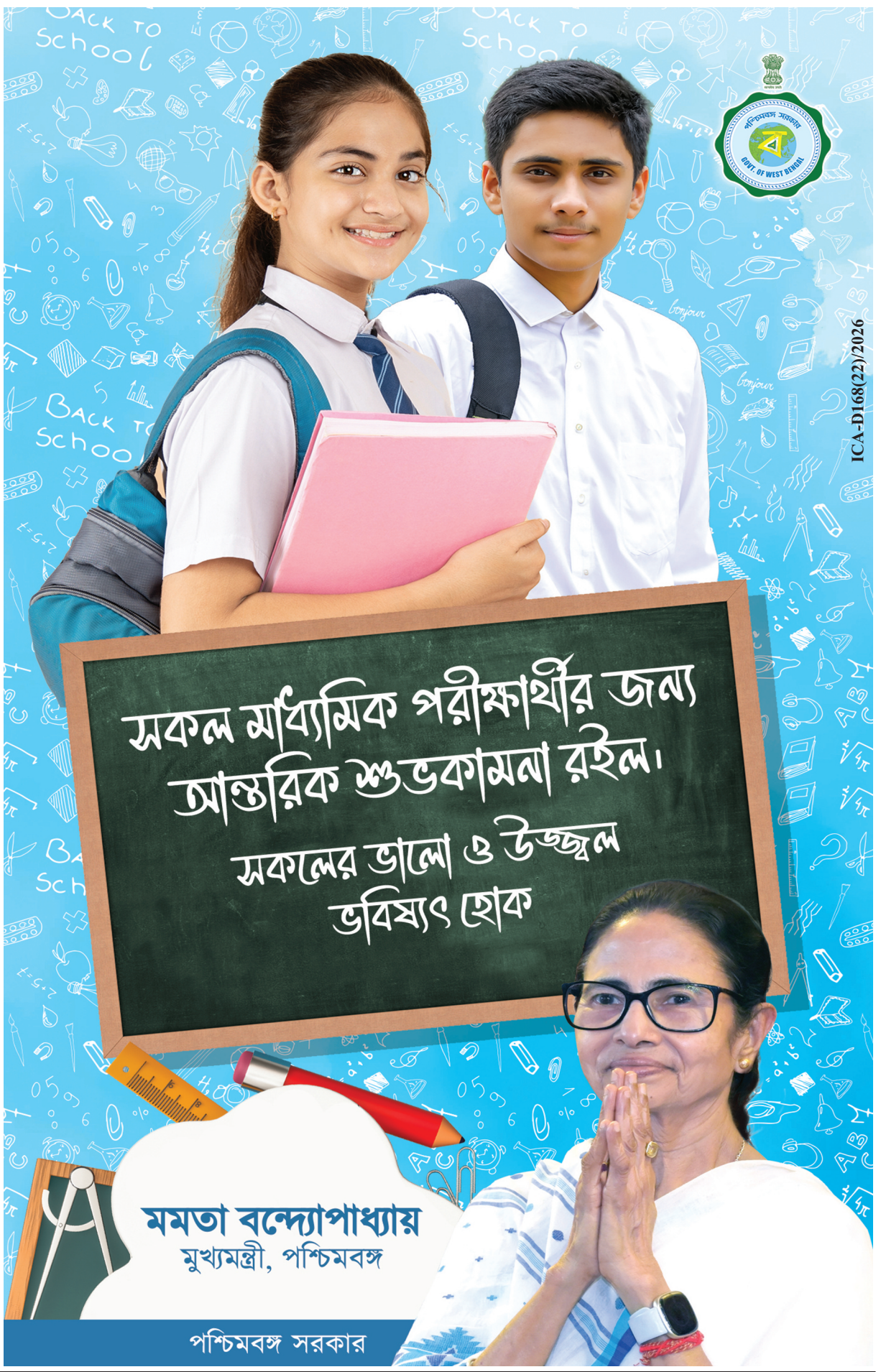

এসআইআর প্রক্রিয়া অবাঞ্ছনীয়: মলয় ঘটক

আরো খবর প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল আদালতের সামনে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেসের লিগ্যাল সেল। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী ও দলের কর্মীরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মলয় ঘটক বলেন, এসআইআর-এর নামে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে তা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর অভিযোগ, আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর-এর প্রথম পর্বে প্রায় ৪২ হাজার ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে। ওই বাদ পড়া নামগুলির মধ্যে মৃত, অন্যত্র স্থানান্তরিত, ডাবল এন্ট্রি বা খোঁজ না পাওয়া;এমন নানা কারণ দেখানো হলেও, এসআইআর শুরুর আগে বিজেপির শীর্ষ নেতারা যে দাবি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের উপস্থিতি রয়েছে, আসানসোল উত্তর বিধানসভার ওই ৪২ হাজার বাদ পড়া নামের মধ্যে একটিও রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি খুঁজে পাওয়া যায়নি। মন্ত্রী বলেন, এতে স্পষ্ট বোঝা যায় ভোটের ময়দানে সাফল্য পেতে বিজেপি কীভাবে জাতি ও ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই প্রবণতাকে পশ্চিমবঙ্গ ও এই অঞ্চলের মানুষকে রুখে দিতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মলয় ঘটক বলেন, ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার চলছে। ক্ষমতায় আসার সময় তারা বছরে ২ কোটি কর্মহীন মানুষকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ শুরু হয়ে গেলেও গত ১২ বছরে কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে, সে বিষয়ে কেন্দ্র কোনও পরিসংখ্যান দিচ্ছে না। তাঁর দাবি, বাস্তবে মানুষকে রোজগারের সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। এর বিপরীতে রাজ্য সরকারের কাজ তুলে ধরে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় একশোর কাছাকাছি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চলছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের মানুষ এই প্রকল্পগুলির সরাসরি সুফল পাচ্ছেন। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষকেই আপনজন হিসেবে দেখেন;এ কথা বলেন মলয় ঘটক।

নন্দীগ্রামের আস্থা জয় করল ‘সেবাশ্রয়’

আরো খবর প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের সেবাশ্রয়-এ প্রায় ৪৫,০০০ মানুষের সমাগম বুঝিয়ে দিল তাঁরা লোক দেখানো রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে সেবামূলক মডেলের পাশেই আছেন। টানা ১৫ দিন ধরে নন্দীগ্রামের প্রায় ৪৪,৫০০-র বেশি (সঠিকভাবে ৪৪,৫৪৩ জন) মানুষকে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পর শেষ হল ‘সেবাশ্রয়’। তৃণমূলের দাবি, এই কর্মসূচি মানুষের মনে পরিষেবা এবং বিশ্বাসের এক গভীর ছাপ রেখে গেছে। এই পর্যায়ে ২৮,১০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, ৩০,২২৯ জন রোগী বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন এবং ৯৯৩ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের কাছে সম্মানজনক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে সেবাশ্রয় কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ‘সেবাশ্রয়’ শুধুমাত্র একটি মেডিকেল ক্যাম্প হিসেবে নয়, বরং ভরসা ও ধারাবাহিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। মানুষের সাড়া মিলেছে চোখে পড়ার মতো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, স্থানীয় বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই মডেলটিকে নকল করে পাল্টা স্বাস্থ্য শিবির করার চেষ্টা করেন। তবে দুই শিবিরের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। সেবাশ্রয়-এ যখন মানুষের ভিড় এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা গেছে, তখন সেই নকল প্রচেষ্টা মানুষের বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ আসল পরিষেবাকেই বেছে নিয়েছে। নন্দীগ্রামের দুটি সেবাশ্রয় ক্যাম্পেই আইসিইউ ইউনিটসহ উন্নত ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে সংকটজনক রোগীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হয়েছে। একটি ক্যাম্পে মানুষের ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে, ভিড় সামলাতে কর্তৃপক্ষকে ওষুধের একটি কাউন্টার থাকা সত্ত্বেও আরও একটি অতিরিক্ত কাউন্টার খুলতে হয়।

বেলডাঙায় অশান্তি তদন্ত শুরু এনআইএ-র

কল্যাণ বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্তভার আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমে শনিবার বেলডাঙার বড়ুয়ার মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধের ঘটনাস্থলে পৌঁছন এনআইএ-র তদন্তকারীরা।আগেই বেলডাঙা কাণ্ডের তদন্ত করার কথা ঘোষণা করেছিল এনআইএ। সেই মতো শনিবার সংস্থার আট জন অফিসার দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে সরাসরি বেলডাঙায় আসেন। প্রথমে বেলডাঙা থানার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। পরে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ-এর সঙ্গে বৈঠক শেষে বহরমপুর জেলা জজ কোর্টে যান এনআইএ টিম। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলাটি নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য বহরমপুর এসিজেএম আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে।এ দিকে, বেলডাঙার ঘটনায় ধৃত ন'জনকে পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষে শনিবার আদালতে হাজির করায় বেলডাঙা থানার পুলিশ। বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী আবু বাক্কার সিদ্দিকী বলেন, আমরা জামিনের আবেদন করলেও বিচারক সব দিক বিবেচনা করে তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বেলডাঙা কাণ্ডের তদন্তভার এনআইএ-কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে এনআইএ থানায় এফআইআর দায়ের করে সংস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্তভার গ্রহণ করে।তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ যে ধারায় মামলা দায়ের করেছিল, তার সঙ্গে এনআইএ নতুন করে ইউএপিএ ধারা যুক্ত করেছে। অর্থাৎ ধৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও দেশবিরোধী কার্যকলাপ দমন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা এবং বিহারে এক পরিযায়ী শ্রমিক নিগ্রহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। ক্ষোভে ফেটে পড়া জনতা রেলপথ ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়। অশান্তির দ্বিতীয় দিনে একাধিক দোকান ও গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে শুরু সেবাশ্রয় শিবির, প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড়

সুমন আদক, হাওড়া: সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেলে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরেও শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ২ দিনের ‘সেবাশ্রয়’ কর্মসূচি। ডায়মন্ড হারবার, নন্দীগ্রামের পর হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত ডোমজুড় ১নং পোল ডিভাইন মার্সি স্কুলের সামনে শুরু হয়েছে চিকিৎসা পরিষেবা শিবির ‘সেবাশ্রয়’। প্রথমে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে এই পরিষেবার যাত্রা শুরু হয়। এরপর নন্দীগ্রামে টানা ১৫ দিন ধরে এই চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। এবার হাওড়ায় শুরু হওয়া এই শিবিরে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীর ‘সেবার্থে’ শনিবার সকালে জগৎবল্লভপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দু'দিনের এই ‘সেবাশ্রয়’ শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ রায় ও স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরি, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, জগৎবল্লভপুর কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, এই ‘সেবাশ্রয়’ শিবিরে ২০টি স্টল রয়েছে। যেখানে থেকে হার্ট, চোখ, হাড়, স্ত্রী ও শিশু, দাঁত সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা পরিষেবা দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে ইসিজি, এক্স-রে, ইউএসজি সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত পরিষেবাটাই দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ নিখরচায়। প্রথম দিনই চিকিৎসা করানোর জন্য এক হাজারের বেশি মানুষ নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন বলে জানা গেছে। জগৎবল্লভপুর বিধানসভার ১৭টি পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতেই নাম নথিভুক্ত করার জন্য তৃণমূলের তরফে ‘ক্যাম্প’ খোলা হয়েছে। শনি ও রবিবার দু'দিনই নিখরচায় ‘ডায়মন্ড হারবার’ মডেলে চালু হওয়া এই সেবাশ্রয় শিবির থেকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। এদিন কর্মসূচির উদ্বোধনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় ‘সেবাশ্রয়’ ক্যাম্প হচ্ছে। যেটা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে তাকে অনুকরণ করে এখানেও কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আমার মনে হয় সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এবার হবে এই ক্যাম্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছেন। আগে চিকিৎসার হাল অত্যন্ত খারাপ ছিল। এখন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি হয়েছে। নতুন নতুন হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তৈরি হচ্ছে। সরকারের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব হয়না। সেই কারণেই এই উদ্যোগ।’ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্প সারা বছর ধরে চলে। এর সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বছর ধরেই রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। এর পাশাপাশি রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস দল প্রতিদিন

মহেশতলা পুরসভা এলাকায় বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু

আরো খবর প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: রবীন্দ্রনগরে তিনতলা ভাড়াবাড়ির ছাদ থেকে পড়ে এক বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে মহেশতলা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই তিনতলা ভাড়াবাড়ির দ্বিতীয় তলায় একাই ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন তিনি। আচমকা বিকট শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন, বাড়ির নিচে ঢালাই রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে রয়েছেন ওই বৃদ্ধা। ঘটনার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর জখম অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নাদিয়াল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে অভিযোগের জেরে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে তিনতলার ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার প্রেক্ষিতে বাড়ির মালিক বাসুদেব ঘোষকে আটক করেছে পুলিশ।ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে—তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংসদে আজ বাজেট পেশ

► একের পাতার পর

পাশাপাশি দেশের আর্থিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে স্থগিত বাণিজ্য চুক্তি পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত যেমন আশার আলো দেখাচ্ছে, তেমনই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান কিছুটা নরম হলে ভারতের শেয়ার বাজারে ফের ঊর্ধ্বগতি আসতে পারে বলে মত অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের।

সব মিলিয়ে, বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল পরিস্থিতিতে এই বাজেট থেকে বড় কোনও চমকের অপেক্ষায় দেশ। বাজেটই বলবে, অনিশ্চয়তার মাঝেও ভারত কতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অর্থনৈতিক পথে এগোতে পারবে। এখন প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কী দিতে পারেন নির্মলা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন সামনেই। বিগত বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। এবার বঙ্গ বিজেপিকে অক্সিজেন যোগাবার জন্য বিহারের নির্বাচনের আগে যেমন বাজেটে ‘প্রভিশন’ রাখা হয়েছিল, তেমন বঙ্গের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাখা হতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞদের মতামত।

বঙ্গে হুঙ্কার শাহ’র

► একের পাতার পর

এটি কেবল ভাষাগত ত্রুটি নয়, বাংলার সংস্কৃতিকে না জানার, না চেনার এক প্রকাশ্য প্রমাণ। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর ‘বন্দে মাতরম্’-কে ‘বন্দেভারত’ বলে বিকৃত করেছিলেন, যা প্রমাণ করে, বিজেপির কাছে বাংলার ঐতিহ্য কেবলমাত্র ভোটে জেতার অক্ষম হাতিয়ার। এ সবই সম্মানহীন, অন্তঃসারশূন্য এবং সংস্কৃতির মর্ম না বুঝেই তার অপব্যবহার। বিজেপি বাংলার মনীষীদের মর্যাদা দেয় না, তাদের রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে, এবং ভোটের বাজারে নতুন মোড়কে বিক্রি করে। বাংলার মনীষীদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা, প্রহসনের মোড়কে কোনও নকল জাতীয়তাবাদ নয়। অমিত শাহ বঙ্গে এসে যতই হুংকার দিক না কেন তবু ছাব্বিশে আবার জিতবে বাংলা।

মহাসমারোহে হুগলির মাহেশে ধর্মীয় মহোৎসব

তরুণ মুখোপাধ্যায়, সৌগত রায়, হুগলি: মাহেশের ৬২৯ বছরের প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে সাধক ধ্রুবানন্দ ও ঠাকুর কমলাকর পিপলাইয়ের পাথরের মূর্তি। আর সেই উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী বিশ্ব শান্তিযোগ ও ধর্ম মহাসভা। উষা লগ্ন থেকেই মাহেশ জগন্নাথ মন্দির চত্বর অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে। প্রথমদিনে মাহেন্দ্রক্ষণ অনুযায়ী শ্রীরামপুরের হোলি হোম স্কুল সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট থেকে এক বিশালশোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধু-সন্ন্যাসীরা এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তাঁদের সঙ্গে খোল, করতাল-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অংশগ্রহণ করেন ইসকনের সন্ন্যাসিনীরাও। প্রায় তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শোভাযাত্রাটি যখন মাহেশ জগন্নাথ দেবের মূল মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে, তখন রাস্তার দু'ধারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত মানুষ এই রঙিন মিছিল প্রত্যক্ষ করেন।শোভাযাত্রা শেষে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে কয়েক হাজার ভক্তের কণ্ঠে একযোগে ভাগবত গীতা পাঠ শুরু হয়। এই সময়ে দেবালয়ে এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। গীতা পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর বিকেলে মন্দির সংলগ্ন স্নানপিড়ি ময়দানে শুরু হয় ভক্তিমূলক গানের আসর। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নামী শিল্পীরা কয়েক হাজার দর্শকের সামনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার মাহেশ জগন্নাথ দেবের মন্দির চত্বরে একটি নতুন দেবালয়ের দ্বারোন্মোচন করা হবে। এই উপলক্ষে মাহেশ জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ স্বামী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্ষদ কমলাকার পিপলায়ের যুগল মহাপুরুষের মূর্তি স্থাপন করা হবে। মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান থেকে পবিত্র নদ-নদী ও সমুদ্রের ১০৮ কলস জল এবং বৃন্দাবন থেকে আনা পবিত্র মাটি ব্যবহার করা হবে।এদিন বিশ্ব শান্তিযোগেরও আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন মঠ ও মন্দির থেকে আগত সাধু-সন্ন্যাসীরা এই মহাযজ্ঞে অংশ নেবেন। পাশাপাশি প্রভু জগন্নাথকে নিবেদন করা হবে ৫৬ ভোগ। ভক্তরা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন ৬৪ মহন্তর ভোগ দর্শন।মাহেশ জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, মাহেশের প্রাচীন এই জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মহালগ্ন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দ এই পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

এসআইআর: শনিতে ‘বলি’ আরও ৩

► একের পাতার পর

কিন্তু তার আগে বাবার মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েন দু'ভাই। ওই খবর শুনে গ্রামবাসীরা ওই বাড়িতে ভিড় করেন। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি আচরণকে ওই মৃত্যুর জন্য দায়ি করেন। তাঁদের অভিযোগ, সমস্ত কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও নোটিশ আসার কারণে আতঙ্কিত হয়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাড়িতে বাবার মৃতদেহ রেখেই দুই ভাইকে যেতে হয় শুনানি কেন্দ্রে। শনিবার কান্দি থানার আন্দুলিয়া এবং সামশেরগঞ্জ থানার কাঞ্চনতলা পঞ্চায়েতের সুলিতলা গ্রামে এই দুই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জ থানার সুলিতলা গ্রামের মৃতের নাম সাকির শেখ (৫৫)। সাকির শেখের পরিবারে চার মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ে শারীরিকভাবে বিশেষ ভাবে সক্ষম। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব একাই বহন করতেন তিনি। শনিবার সকালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, চারদিকে চলতে থাকা এসআইআর শুনানি ও নোটিশ সংক্রান্ত আতঙ্কে দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক চাপে ভুগছিলেন সাকির শেখ। স্থানীয় বিএলও-২ জাহিরুল ইসলাম জানান, এনিউমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পর থেকেই সাকির মাঝেমধ্যেই হিয়ারিং নোটিশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। নোটিশ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করতেন এবং প্রবল দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন।

পরিবারের দাবি, হিয়ারিং-এর আতঙ্ক, বিশেষ করে বিশেষ ভাবে সক্ষম মেয়ের দেখভালের চিন্তা;সব মিলিয়ে প্রবল মানসিক চাপে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। সেই মানসিক চাপ থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ।

অন্যদিকে এসআইআরের কাজে বিডিও অফিসে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবতীর। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের দশদরগা এলাকায়। মৃতের নাম শম্পা রায় (২৬)। গুরুতর জখম হয়েছেন পায়েল মহন্ত। মৃত ও আহত দুজনেই ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করতেন। জানা গেছে, সাধারণত বাসেই যাতায়াত করতেন দুজন। কিন্তু এদিন কাজের চাপ থাকায় পায়েলের স্কুটিতে করে দুজনেই ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বেলাকোবা থেকে দশদরগা এলাকায় জাতীয় সড়কে উঠতেই পিছন থেকে একটি ডাম্পার তাদের স্কুটিতে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়েন দুজনেই। এরপর তাদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শম্পা রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। খবর পেয়ে মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুন্ডু সহ বিডিও অফিসের অনেকেই। পরিবারের অভিযোগ কমিশনের কাজের চাপে তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে এই পরিণতি।

বিডিও প্রসেনজিৎ কুন্ডু বলেন, ‘মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই। আমরা সাধ্যমত মৃত ও আহতের পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব। ওরা দু'জনেই ডাটা এন্ট্রির কাজ করতো।

মুর্শিদাবাদে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর শুনানি আতঙ্কে মৃত্যুর খবর পেয়ে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পার্থপ্রতিম সরকার ওই বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন কান্দি'র পুরপ্রধান তৃণমূলের জয়দেব ঘটক এবং জেলা পরিষদের সদস্য তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইসারুল হক-সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। মৃত মুসলিম শেখের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন পার্থপ্রতিম সরকার। তিনি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনক ওই মৃত্যু। এসআইআর আতঙ্কে এই মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।’ নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কাণ্ডে প্রতিদিন মৃত্যু ঘটনা ঘটছে।

আজকের রাশিফল

● **মেষ:** কোনও সমস্যাকে কেন্দ্র করে আজ মেজাজ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলাতে পারলে জটিলতা কাটবে। সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত মিললেও চলার পথে সতর্ক থাকা জরুরি।

● **বৃষ:** আজ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে নেওয়াই বুদ্ধিমানের। তাড়াহুড়ো করলে কাছের মানুষদের সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। হঠাৎ উপহার পাওয়ার যোগ থাকলেও কাউকে নিয়ে অতিরিক্ত বিশ্বাসে না যাওয়াই ভালো।

● **মিথুন:** অন্যের কথায় কান দিয়ে অযথা মানসিক চাপ বাড়তে পারে। নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলাই শ্রেয়। দীর্ঘদিনের আর্থিক টানাপোড়েন কাটতে পারে এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

● **কর্কট:** সমস্যা এলেও আজ ভেঙে পড়বেন না। দৃঢ় মনোবলেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। বহুদিন যোগাযোগ নেই এমন কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার যোগ রয়েছে। ভাগ্য সহায় হলে লটারিতে লাভ হতে পারে, তবে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন।

● **সিংহ:** সন্তানকে ঘিরে যে মানসিক চাপ ছিল, তা আজ অনেকটাই কমতে পারে। কাছের মানুষের প্রতি আস্থা বজায় রাখুন। সুসম্পর্ক রক্ষা করাই সাফল্যের চাবিকাঠি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদাসীন হলে সমস্যা বাড়তে পারে।

● **কন্যা:** আজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাবেন না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো ক্ষতিকর হতে পারে। পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দামি জিনিস বা মোবাইল হারানোর আশঙ্কা রয়েছে;সতর্ক থাকুন।

● **তুলা:** ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। অল্প কথায় সিদ্ধান্ত না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করুন। দীর্ঘদিনের পাওনা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

● **বৃশ্চিক:** কর্মক্ষেত্রে আজ কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে আর্থিক দিক থেকে দিনটি অনুকূল;বেতন বৃদ্ধির যোগও রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি মিলবে, দাম্পত্য জীবন সুখের থাকবে।

● **ধনু:** সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কমতে পারে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা বাড়বে। দূরভ্রমণ বা বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে।

● **মকর:** সব কিছু পরিকল্পনামাফিক নাও চলতে পারে। ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াই আজকের মূল মন্ত্র। কাজের ক্ষেত্রে ভুল হলে হতাশ না হয়ে সামলে নিন। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও বিনিয়োগে সতর্কতা প্রয়োজন।

● **কুম্ভ:** টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে বিবাদে জড়ানো এড়িয়ে চলুন। লটারিতে লাভের সম্ভাবনা থাকলেও বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সম্মান বাড়তে পারে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে চিন্তায় কাটতে পারে দিন।

● **মীন:** পুরনো প্রেম আজ আবার জীবনে ফিরে আসতে পারে। আবেগে ভেসে যাওয়ার আগে বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে দেখা জরুরি। আর্থিক ব্যয় বাড়তে পারে। পাশাপাশি শরীরের দিকে বিশেষ নজর দিন।

AFFIDAFIT

I, TOWSHIF RAJA (OLD NAME), SON OF MD KALAMUDDIN, RESIDING AT T-140/A MITHA TALAB LANE,PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TOWSHIF RAZA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2026.TOWSHIF RAJA AND TOWSHIF RAZA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, MOHAMMED KALAMUDDIN (OLD NAME), SON OF MD KAMALUDDIN,RESIDING AT T-140/A MITHA TALAB LANE,PS-RAJA BAGAN,KOLKATA-700018, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KALAMUDDIN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2026. MOHAMMED KALAMUDDIN AND MD KALAMUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, MOHAMMED SOLYMIN MONDAL (OLD NAME), SON OF NURUL ISLAM MONDAL, RESIDING AT V-180 MONDAL PARA, KARBALA ROAD, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD SOLYHIN MONDAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2026. MOHAMMED SOLYMIN MONDAL AND MOHAMMAD SOLYHIN MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, MEHMOOD ALAM (OLD NAME), SON OF MANZOOR AHMED, RESIDING AT Q-661 PAKARIA TALAB, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHMOOD ALAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2026. MEHMOOD ALAM AND MAHMOOD ALAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, MUSSARRAT JAHAN (OLD NAME), WIFE OF MD KALAMUDDIN,RESIDING AT T-140/A MITHA TALAB LANE,PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSARRAT JAHAN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2026.MUSSARRAT JAHAN AND MUSARRAT JAHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

AFFIDAFIT

I, Mehmood Ali Molla (old name) S/O Sawkat Ali Molla, residing at W-202/1, Hazi Ratan Lane, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Pin-700018, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Mehmud Alam Molla (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/01/2026. Md Mehmud Alam Molla (new name) and Mehmood Ali Molla (old name) both are same and one identical person.

I, Indira Samanta (old name) W/O Amit Kumar Samanta, residing at 104/5, Ramlal Dutta Road, Bhadrakali, Serampur, Uttarpara, Hooghly, Pin- 712232, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Indira Samanta Dan(new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/01/2026. Indira Samanta Dan(new name) and Indira Samanta (old name) both are same and one identical person.

I, Shefalika Samanta (old name) W/O Nabakumar Samanta, residing at Sankita, Ps - Shyamsundar, PURBA Barddhaman - 713408, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shephali Samanta (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/01/2026. Shephali Samanta (new name) and Shefalika Samanta (old name) both are same and one identical person.

I, Hasina Khatun (old name) D/O Hashan Ali Molla, residing at Saroj Mukherjee, 5/153, Dakshindari Road, P.O.- Sreebhumi, P.S.- Lake Town, Kolkata- 700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hasina Khatoon (new name), as declared Before The Ld 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, vide an affidavit No 1374 dated 14/01/2026. Hasina Khatoon (new name) and Hasina Khatun (old names) both are same and one identical person.

I, Hasen Ali Molla, Hasenali Mollah & Hasem Ali Molla (old names) S/O Late Hamid Molla, residing at Saroj Mukherjee, 5/153, Dakshindari Road, P.O.- Sreebhumi, P.S.- Lake Town, Kolkata- 700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hashan Ali Molla (new name), as declared Before The Ld 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, vide an affidavit No 1374 dated 14/01/2026. Hashan Ali Molla (new name) and Hasen Ali Molla, Hasenali Mollah & Hasem Ali Molla (old names) both are same and one identical person.

Plot no 576,576/1669,576/1766 total lend 336 dicmil mr bhura manji (alias mr gora hembram alias gora manji) son of chand manji dasal moja Bahadurpur jamurya

কম খরচে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কম খরচে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন ৯৮৩৬৭ ৪৫৪৮৪ / ৯৪৩২৩৮৯৫১৫ নম্বরে

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

আরো খবর প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কটিশ চার্চ কলেজের এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। মৃত ছাত্রীর নাম ঋষিতা বণিক (২১)। তিনি ত্রিপুরার বাসিন্দা। বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ কলেজের হস্টেলে ফিরে অসুস্থ বোধ করেন ঋষিতা। সেই কথা তিনি তাঁর রুমমেটকেও জানান। এরপর হস্টেলের চারতলায় অবস্থিত সিক রুমে যান তিনি। তারপর থেকে তাঁকে আর বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। পরদিন, অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি বেলা ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঋষিতার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁর মা রুমমেটকে ফোন করেন। খোঁজাখুঁজির পর সিক রুমের মেঝেতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ঋষিতাকে। সঙ্গে সঙ্গে হস্টেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয় এবং তাঁকে উদ্ধার করে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দিন বিকেল নাগাদ তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে বড়তলা থানার পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্ত করা হলেও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে আসেনি। প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসকদের অনুমান, কোনও বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণের ফলেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। যদিও সেই পদার্থ কী ভাবে শরীরে প্রবেশ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানাচ্ছে, ঘটনাস্থল ও হস্টেলের অন্যান্য পড়ুয়াদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি।

পাশাপাশি, ছাত্রীর পরিবার বা হস্টেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

অনুপ্রবেশ, আনন্দপুর নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শাহের বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে পাল্টা তোপ দাগলেন অভিষেক

আরো খবর প্রতিবেদন: মাত্র দেড়দিনের বঙ্গ সফরে এসে ব্যারাকপুর ও শিলিগুড়িতে নেতা-কর্মীদের সামনে যেমন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে রূপরেখা তৈরি করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তেমনই রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে উপর্যুপরি নিশানা করলেন অমিত শাহ। শনিবার দিল্লিতে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তার পাল্টা আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারবার বঙ্গে এসে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিজেপি শাসিত রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বা ঘুসপেটিয়া সমস্যা নেই বলে এদিন আবার দাবি করেন অমিত শাহ। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়েও তাঁরা সন্তুষ্ট বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনকে সমর্থনও করেন শাহ। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রশ্ন, 'মুখে শুধুই ঘুসপেটিয়া। আর ঘুসপেটিয়ার নমুনা কি অমর্ত্য সেন, মহম্মদ শামি, দীপক অধিকারী, ঝুলন গোস্বামী?' পাশাপাশি, এদিন উন্নয়নের প্রশ্নেও শাহকে আক্রমণ করে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

একযোগে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একহাত নেন অভিষেক।কেন এখনও বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হল না, তা নিয়েও তোপ দাগেন। তিনি বলেন, 'গত ৩১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাদের তালিকা প্রকাশের দাবি করেছিলাম। কিন্তু একমাস হলেও তা প্রকাশ করেনি।' উলটে বাংলায় কথা বলায় বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা সংস্কৃতিকে অপমান করা হচ্ছে বলে আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অন্যদিকে এদিন মতুয়াদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন অমিত শাহ। তার জবাবে অভিষেক বলেন, 'ওদের নেতারাই মতুয়াদের ভয় দেখাচ্ছে। কেউ বলেছেন এক লক্ষ নাম গেলে বাদ যাবে, কেউ বলেছেন পাঁচ লক্ষ মতুয়া ভাইয়ের নাম বাদ গেলে বাদ যাবে। কেউ বলেছেন এক কোটি বাঙালির নাম বাদ যাবে।' তৃণমূল তো এমন কিছু বলেনি, শাহকে তোপ অভিষেকের।ভোটের আগে বাংলায় সফরে এসে বিজেপির কর্মিসভায় আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়েও তৃণমূলকে নিশানা করেছেন অমিত শাহ। পালটা মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। তবে একটি প্রাইভেট গোডাউনে কোথায় কী রয়েছে - সেসব খতিয়ে দেখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের পরে ওই গোডাউনের মালিক এবং পার্শ্ববর্তী মোমো কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই ম্যানেজারকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।' এরপরই অভিষেক কটাক্ষ করেন, 'একটা ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির কায়দা। শকুনের মতো মৃতদেহ খোঁজে। মৃত্যুর রাজনীতি করে। লাশের রাজনীতি করে।'

চিত্র-কথা

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিশেষ বাস পরিষেবা রাজ্য সরকারের

আরো খবর প্রতিবেদন : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের যাতে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই বিশেষ বাস পরিষেবা চালু করছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। মাধ্যমিকের দিনগুলিতে ভোর থেকেই রাস্তায় নামবে অতিরিক্ত বাস।মাধ্যমিক পরীক্ষা মানেই ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। প্রস্তুতি ভালো থাকলেও পরীক্ষার দিন সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনো, যানজট, দেরি হওয়ার আশঙ্কা;এই সব নিয়ে চিন্তা থাকে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। সেই উদ্বেগ কিছুটা কমাতে প্রতি বছরের মতো এ বারও বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা, শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। মোট আট দিন পরীক্ষা হবে;২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। এই আট দিন কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ১৫টি বিভিন্ন রুটে অন্তত ২০টি অতিরিক্ত বাস চালানো হবে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দফতর।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ দফতরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা থেকে শহরতলির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই বিশেষ বাস পরিষেবা মিলবে।

পরীক্ষার দিন সকাল থেকেই বাসগুলি চলাচল করবে, যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে সহজেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে এবং শেষ হয় দুপুর ২টোয়। সপ্তাহের কর্মব্যস্ত দিনে এই সময় রাস্তায় সাধারণত যানজট থাকে। অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে পরিবহণ দফতর। প্রশাসনের এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিভাবকেরা।

'গণমাধ্যম-সমাজমাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে' বিবৃতি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

আরো খবর প্রতিবেদন : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। ভোটের তারিখ ঘোষণা হলেই কার্যত প্রচারের ময়দানে নেমে পড়বে সব রাজনৈতিক দল। তবে ইতিমধ্যেই সকলেই নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছেন ভোটের আগে। আর ঠিক সেই সময়েই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। একটি বিবৃতি দিয়ে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানিয়েছেন, 'সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, গণমাধ্যম এবং সমাজ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন বিবৃতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কে ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি এবং অপ্রয়োজনীয় জল্পনা-কল্পনা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের আদর্শগত স্পষ্টতা এবং সাংগঠনিক নীতিগুলি আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে, ব্যক্তিগত স্তরে নয়। তৃণমূল স্তরের কর্মী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ কমিটি পর্যন্ত সকল স্তরের পরামর্শের মাধ্যমে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোনও বহিরাগত চাপ বা মন্তব্য আমাদের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে না।'

পাশাপাশি, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের এক্তিয়ার বহির্ভূত মন্তব্যেরও বিরোধিতা করা হয়েছে এই বিবৃতিতে। সেইসঙ্গে সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেস নিজেদেরকে ভিত থেকে শক্তিশালী করবে, সেই আশাও প্রকাশ করা হয়েছে। সামনেই বিধানসভা ভোটের বড় লড়াই। তার আগে তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং বাংলায় কংগ্রেসের জনভিত্তি ও সমর্থনকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বর্তমান নেতৃত্ব। তবে বিগত নির্বাচনগুলির মতো বামেদের সঙ্গে জোট করার বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী নন তাঁরা। কিন্তু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন জল্পনার জবাব দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

দায়িত্ব নিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতার নগরপাল

আরো খবর প্রতিবেদন : সামনেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে রদবদল ও নতুন নিয়োগ। শনিবারই রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক পদে দায়িত্ব নিলেন আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে। ভবানী ভবনে গিয়ে ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমারের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি। সদ্য অবসর নিয়েছেন আইপিএস রাজীব কুমার। এবার তাঁর আসনে বসলেন পীযূষ পাণ্ডে। একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ পদেও পরিবর্তন আনা হল। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকারকে করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের কমিশনার। এদিন তিনিও নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন পূর্বসূরীর হাত থেকে।

অন্যদিকে, বর্তমান নগরপাল মনোজ ভার্মাকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে বসানো হয়েছে। প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল পেয়েছেন এডিজি, আইনশৃঙ্খলা-র দায়িত্ব। এছাড়াও এসটিএফ-এর এডিজি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাভেদ শামিম-কে। রাজ্য পুলিশে শীর্ষ স্তরের এই রদবদল ঘিরে প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে শুধু শীর্ষ স্তরেই নয়, কলকাতা পুলিশেও ব্যাপক রদবদল হয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, মোট ৫২ জন ইন্সপেক্টরকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৭ জনই বিভিন্ন থানার ওসি ও অতিরিক্ত ওসি। পাশাপাশি শহরের আটটি মহিলা থানার ওসি-রও বদলি হয়েছে। এছাড়া ১১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও চারজন মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার-কেও বদলি করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের এই বড় রদবদলকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাচন পর্বের আগে এই বদলি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আরো খবর : এসআইআর-এর নামে বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তুরকা রথতলা মাঠে জনসভায় মন্ত্রী পুলক রায়। - নিজস্ব চিত্র।

চিকিৎসায় 'এক্সপেরিমেন্ট' করলেই বড় শাস্তি, কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

আরো খবর প্রতিবেদন: অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপিকে কোনওভাবেই রোগীর অধিকার হিসেবে দাবি করা যায় না ; এই নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এএসডি চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি নিয়মিত বা স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আদালতের মতে, এই ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণহীন চিকিৎসা প্রয়োগ করলে তা চিকিৎসাগত গাফিলতি ও পেশাগত অসদাচরণের আওতায় পড়তে পারে।

ওই মামলার শুনানির সময় আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও নিষ্পত্তি করে - রোগী যদি নিজের ইচ্ছায় কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নিতে চান এবং তাতে সম্মতি দেন, তা হলে কি সেই চিকিৎসা দেওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনও চিকিৎসা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলে, রোগী সেই চিকিৎসা অধিকার হিসাবে দাবি করতে পারেন না। আদালতের ভাষায়, চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীর সম্মতি তখনই বৈধ হয়, যখন তা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালের সমীরা কোহলি বনাম ডাঃ প্রভা মনচন্দা মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করে। সেই রায়ে বলা হয়েছিল, কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের আগে রোগীকে পর্যাপ্ত তথ্য জানানোই সম্মতির মূল ভিত্তি। এর মধ্যে চিকিৎসার প্রকৃতি ও পদ্ধতি, তার উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য উপকারিতা, বিকল্প চিকিৎসার সুযোগ, গুরুতর ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং চিকিৎসা না নিলে কী পরিণতি হতে পারে; এই সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অটিজম চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপির ক্ষেত্রে এই 'পর্যাপ্ত তথ্য'-এর মানদণ্ড পূরণ হয় না। ফলে এই চিকিৎসা নিয়ে সম্মতি দিলেও তা বৈধ সম্মতি হিসেবে গণ্য করা যায় না।

বিচারপতিরা জানান, এই ধরনের অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে রোগীরা ভুল ধারণার মধ্যে থাকতে পারেন এবং পরীক্ষামূলক চিকিৎসা থেকে নিয়মিত চিকিৎসার মতো ফল প্রত্যাশা করতে পারেন। আদালতের মতে, এমন ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে থেকেও চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া চিকিৎসা নীতির গুরুতর লঙ্ঘন। সুপ্রিম কোর্ট আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, রোগী স্বেচ্ছায় এই ধরনের চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হলেও, পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে সেই সিদ্ধান্তকে বৈধ সম্মতি বলা যায় না। তবে আদালত জানিয়েছে, রোগীরা চাইলে অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই মামলার শুনানিতে চিকিৎসা মহলের উদ্দেশে কড়া বার্তাও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতিরা জানান, যে সব চিকিৎসক বা ক্লিনিক বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণিত বা অনুমোদনহীন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন, তা স্পষ্টতই চিকিৎসাগত গাফিলতির শামিল। একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। বিশেষ করে শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছে বেঞ্চ। উল্লেখ্য, অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি ব্যবহারের একটি মামলার শুনানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে আদালত। এক প্রতিবেদনের সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। এমন পরীক্ষামূলক চিকিৎসা রুখতে সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতিরা। আদালতের মতে, এ ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন চিকিৎসা বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছে। বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, অটিজমের চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি কোনওভাবেই অনুমোদিত ক্লিনিক্যাল চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্টেম সেলকে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০ অনুযায়ী 'ড্রাগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, শুধুমাত্র সেই কারণেই তা রোগীর ওপর প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে না। আদালত আরও জানিয়েছে, যে কোনও চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকা আবশ্যক। পর্যাপ্ত গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল স্বীকৃতি ছাড়া কোনও চিকিৎসাকে নিয়মিত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না, বিশেষত যখন স্বীকৃত চিকিৎসা সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ মহল সেই চিকিৎসার বিরোধিতা করেছে।

প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের বাইরে অটিজম নিরাময়ে স্টেম সেল থেরাপির প্রয়োগ 'অনৈতিক' এবং এটি চিকিৎসায় গাফিলতি বা 'মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস' হিসেবে গণ্য হবে। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় প্রদান করেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অটিজমের চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপির কার্যকারিতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা তথ্য নেই। ফলে এটি কোনভাবেই স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। আদালত জানিয়েছে, ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর অধীনে স্টেম সেলকে 'ওষুধ' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করার অর্থ এই নয় যে, এটি অটিজম চিকিৎসায় সরাসরি ব্যবহার করা যাবে।

আইপিএস নিয়োগে কড়াকড়ি কেন্দ্রের, আইজি হতে বাধ্যতামূলক দু'বছরের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা

আরো খবর প্রতিবেদন: আইপিএস আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় সরকারের আইজি বা সমমর্যাদার পদে দায়িত্ব পেতে হলে এবার থেকে আইপিএস আধিকারিকদের জন্য অন্তত দু'বছরের কেন্দ্রীয় স্তরের কাজের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করা হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে ২০১১ ব্যাচ এবং তার পরবর্তী ব্যাচের আইপিএস আধিকারিকদের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, দীর্ঘদিন রাজ্য ক্যাডারে কর্মরত হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে আইজি বা সমমর্যাদার পদে এমপ্যানেলমেন্ট মিলবে না। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য ক্যাডারে কর্মরত সমস্ত আইপিএস আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির কপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যগুলির ডিজিপি, পার্সোনেল ও ট্রেনিং দফতর এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় দফতরগুলিতেও।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকা আধিকারিকরা উচ্চপদে বসার পর নীতিনির্ধারণ ও আন্তঃদফতর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছিলেন। সেই কারণেই এই নিয়মে সংশোধন আনা হয়েছে।

দক্ষিণ কলকাতায় ফের দুঃসাহসিক চুরি, তদন্তে পুলিশ

আরো খবর প্রতিবেদন: ফের শহর কলকাতায় দুঃসাহসিক চুরি। এবার দক্ষিণ কলকাতার রুবি সংলগ্ন কসবা এলাকার একটি আবাসনে পরপর তিনটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে ইএম বাইপাস সংলগ্ন মার্সেলিন কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেডে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আবাসনের তিনটি ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে। তবে চুরির সঠিক পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, যে ফ্ল্যাটগুলিতে চুরি হয়েছে, সেগুলির কোনওটিতেই ঘটনার রাতে আবাসিকরা উপস্থিত ছিলেন না। জানা গিয়েছে, একটি পরিবারের সদস্যরা থাকেন দুবাইতে, দ্বিতীয় পরিবার নাগপুরে এবং তৃতীয় পরিবার নিউ টাউনে বসবাস করেন। তাঁরা আগামী এক-দু'দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবেন।

এরপরই চুরি যাওয়া সামগ্রীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে জানা যাবে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা আবাসনের পিছনের দিকের গ্রিল ভেঙে প্রথমে একটি ফ্ল্যাটে ঢোকে। এরপর একে একে পাশের আরও দুই ফ্ল্যাটে হানা দেয় তারা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সোসাইটির বাসিন্দাদের মধ্যে। আবাসনের বাসিন্দারাই কসবা থানায় খবর দেন।

সোসাইটির সেক্রেটারির তরফে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর লিপিকা মান্না জানান, ওই হাউসিংটি অনেক পুরোনো।

এর আগে সেখানে কখনও চুরির ঘটনা ঘটেনি। শুক্রবার সকালে বিষয়টি আমাদের নজরে আসতেই কসবা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশি তদন্তের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। যাঁরা দুবাইতে থাকেন, তাঁরাও আজই কলকাতায় ফিরছেন। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সম্পাদকীয়

বর্ষ ১৫ ● সংখ্যা ১১৪ ● ১৮ মাঘ ১৪৩২ রবিবার ● 1 February 2026 Sunday

প্রবীণদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ফিরুক রেল যাত্রার ছাড়

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ট্রেন ভাড়ায় বিশেষ ছাড় ছিল। দূরপাল্লায় যাত্রার ক্ষেত্রে ৬০ বছর ও তার বেশি বয়সী পুরুষ এবং ৫৮ বছর ও তার বেশি বয়সী মহিলারা মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটে ৪০ ও ৫০ শতাংশ ছাড় পেতেন। করোনা আবহে সেই ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব করোনার দাপটে দিশেহারা সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। প্রবীণ নাগরিকদের ছাড় বন্ধ করে দেওয়ার উপযুক্ত সময় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে প্রবীণ নাগরিকদের বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক! 'অযথা' ট্রেন সফরের প্রয়োজন নেই। ২০২০ সালের ২০ মার্চ থেকে এই বিশেষ ছাড় বন্ধ করে দিয়েছিল মোদি সরকার। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো কেটে গিয়েছে। পৃথিবী আবার 'শান্ত' হয়েছে। মানুষের মনে সেই ভয়ের আবহ এখন আর নেই, কারণ কোভিড থেকে এখন মুক্ত দেশ, মুক্ত বিশ্ব। দেশের সাধারন মানুষ মনে করেছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রবীণ নাগরিকদের দূরপাল্লার যাত্রায় এই বিশেষ ছাড় ফের চালু করবে কেন্দ্রের সরকার। না, মানুষের সেই ধারণা সঠিক ছিল না। সেই থেকে প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ ছাড় উঠেই গেল এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনের ক্ষেত্রে। ছাড় উঠে গেলে হবে কী, প্রবীণ নাগরিকদের দূর-যাত্রা থেমে থাকে নি। সঠিক ভাড়া দিয়েই প্রবীণরা যাতায়াত করছেন। রেলের পরিসংখ্যান বলছে ২০২০ সালের ২০ মার্চ থেকে ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ৩১ কোটি ৩৫ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক ট্রেনে চেপেছেন। প্রতিবছর গড়ে ৬ কোটিরও বেশি প্রবীণ নাগরিক এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনে সফর করেছেন। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এই প্রবীণ মানুষগুলো সরকারের থেকে যেটুকু ছাড় পেতেন সেই ছাড় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। প্রতিবছর গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার, প্রবীণ নাগরিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বারংবার। অথচ এই প্রবীণ নাগরিকদের বহু বছর ধরে পেয়ে আসা সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং এমন একটা অজুহাত দেখিয়ে তা বন্ধ করা হয় তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। রেলের পরিসংখ্যানই জানান দিচ্ছে প্রবীণ নাগরিকদের রেল যাত্রা থেমে নেই। অথচ কোভিডের সময় মানুষের অসহায়তার সুযোগে এই পরিষেবা সাময়িক বন্ধ করার নামে একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হল। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের আবারও একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হতে চলেছে আজ রবিবার। এখন রেল বাজেট আলাদা করে পেশ হয় না। কেন্দ্রের সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই রেল বাজেট পেশ করে থাকেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রবীণ নাগরিকরা প্রত্যাশায় রয়েছেন যদি এবারের বাজেটে অন্তত বন্ধ করে দেওয়া সেই বিশেষ ছাড় চালু করে কেন্দ্রের মোদি সরকার।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা

ইহাও সেই আত্মত্যাগ। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকগণ যে শিখাইয়াছেন 'ভগবান্ জগৎ নন';তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ। জগৎ এক জিনিষ, ভগবান্ আর এক জিনিষ—এই পার্থক্য অতি সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। তাহা হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি;যাহারা ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে হইবে; তাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হইব।' অন্যটি;যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য। আমরা যে-কোন ভাল কাজ করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবী না করি। উহা প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃত্তি প্রতি মুহূর্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

'যাহা কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পূজা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর।' আমরা নিজেরা যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতি-দানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

'জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।' দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে আমার জন্য কিছুই নয়; কোন বস্তু শুভ, অশুভ বা নিরপেক্ষ;যাহাই হউক না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান; আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান 'অহংভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত না ঐ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহা শিরায় শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে ঐ আত্মত্যাগরূপ ভাবের অনুগত হইয়া যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের গর্জন-ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত ও শান্ত।

আপনার কথা...

খবর নিয়ে আপনার অভিমত, আপনার এলাকার কথা তুলে ধরুন আমাদের কাছে। লিখতে পারেন যে কোনও বিষয় নিয়ে। 'আরো খবর' গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবে আপনার কথা। নাম ও ঠিকানা-সহ লিখে পাঠান ৯৩৩৩৭৬৬৭৪৫ নম্বরে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষ চন্দ্র বসু বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের, স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই অবিস্মরণীয় চরিত্র, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সম্প্রীতির কথা বারবার বলেছিলেন, সেই পাশাপাশি সহাবস্থানের বার্তাই বহন করে চলে 'নতুন গতি' পত্রিকা। ইমদাদুল হক নূর সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে এই পত্রিকাটি শুধু প্রকাশ করছেন না, তরুণ মুসলিম লেখকদের, সম্ভাবনাময় প্রতিভাদের তুলে আনছেন। সেই ইমদাদুল হক নূরের প্রকাশনা থেকে এবার প্রকাশ পেয়েছে মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডলের 'গোধূলির দহন'। মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরের বাসিন্দা। যদি পড়াশোনার কথা বলেন, তাহলে এম এ, এম ফিল এই মুসলিম লেখক 'ট্রিপল বি এড'ও বটে। পেশায় শিক্ষক বাকীবিল্লাহ মণ্ডল ২০১২ সাল থেকেই কলম এবং অন্য পত্র-পত্রিকায় লিখে চলেছেন। এবার বইমেলায় 'নতুন গতি' প্রকাশ করল তাঁর কবিতার বই 'গোধূলির দহন'। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'ধর্মের কল এবং অন্যান্য' এই প্রবন্ধ সংকলন বের করেছে দে'জ পাবলিশিং। অরুণ বাবু এক সময় শঙ্খ ঘোষের স্নেহধন্য ছিলেন। নিজের শারীরিক চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে তিনি কখনও সাংবাদিকতা করেছেন, কখনও সওদাগরি অফিসে চাকরি করেছেন। কিন্তু লেখালিখি এবং সারস্বত সাধনা থেকে কখনও সরে যাননি। তাঁর লেখার শৈলী, তাঁর নিবন্ধ রচনার ধরন কিছুটা আলাদা। সেকথা তাঁর বইয়ের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন। এই আলাদা ধরনের লেখার জন্য তাঁর লেখা পড়তে একটা অন্য ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়। অরুণ মুখোপাধ্যায় ঠিক যে সময়ে এই 'ধর্মের কল এবং অন্যান্য' প্রবন্ধ সংগ্রহ বের করছেন, সেই সময় ভারতবর্ষ উত্তাল ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু অরুণ মুখোপাধ্যায় দমবার পাত্র নন। তিনি নিজের মত, নিজের যুক্তি, বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করে এই বইটিকে অন্য চেহারা দিয়েছেন।

বইমেলার 'বই-কথা'

সুমন ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে যে ক'জন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত ৪০ বছর ধরে অনুসরণ করছেন বা কংগ্রেস নেত্রী থেকে তৃণমূল নেত্রী, এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেই তালিকায় দেবাশিস ভট্টাচার্য, আশিস ঘোষ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রবীর ঘোষাল এবং জয়ন্ত ঘোষাল অবশ্যই অগ্রগণ্য। সেই প্রবীর ঘোষালের একটি বই 'মমতা ম্যাজিক' এবার কলকাতা বইমেলায় উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সল্টলেকের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রবীরদা তো শুধু রাজনৈতিক ভাষ্যকার নয়, তিনি মধ্যে ৫ বছর শাসক দলের বিধায়কও ছিলেন। ফলে প্রবীরদার যখন কোনও বই লেখেন অবশ্যই তা 'মমতা ভক্ত'দের কাছে বা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কাছে 'বাইবেল' হয়ে উঠতে পারে। যাঁরা প্রবীরদাকে চেনেন, তাঁরা জানেন যে, প্রবীরদা যতটা ভালো লেখেন, ততটাই ভালো কথা বলেন।

প্রবীরদার মতোই আর-এক সেলিব্রিটি সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ী। গৌতম লাহিড়ী আজকাল, প্রতিদিন, ইটিভি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। দীর্ঘ দিন দিল্লিতে ছিলেন। সর্বভারতীয় প্রেস ক্লাব অর্থাৎ, 'প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন একাধিক বার। তিনি যতটা ভালো করে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে চিনতেন, ততটাই ভালো চেনেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। সেই গৌতম লাহিড়ীর একটি বই 'সংবাদের নেপথ্যে' প্রকাশ পেল এই বইমেলাতেই। সেই প্রকাশেও উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত ঘোষাল, সংবাদ প্রতিদিনের সম্পাদক সৃঞ্জয় বসু, ফিচার এডিটর ভাস্কর লেট। প্রবীরদা এবং গৌতমদা, দুজনেরই বইয়ের প্রকাশক খোয়াই প্রকাশনী। খোয়াই প্রকাশনীর দুই তরুণ কর্ণধার কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায় কালে কালে বাঙালি সেলিব্রিটি সাংবাদিকদের অনেকের বই-ই নিজেদের ঝুলিতে ঢুকিয়ে ফেলেছেন।

কবিতা দিয়ে হাতেখড়ি হলেও গল্পকার হিসেবে বৈশাখী ঠাকুর ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়। সুন্দরী এই গল্পকার যেমন থ্রিলার লেখেন, তেমনই আবার রামকৃষ্ণের বিষয়ও বই লিখতে দ্বিধা করেন না। এবারের বইমেলায় তাঁর দুটি বই নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। একটি 'পূবালী অহনা সমগ্র ১', যেটি প্রকাশ করেছে বসাক বুক স্টোর। অন্যটি 'রামকৃষ্ণ শরণং' যেটি প্রকাশ করেছে সুদীপ ভট্টাচার্যের 'ঘরে বাইরে প্রকাশন'। বৈশাখী ১৯-২০ থেকে শুরু করে প্রায় কলকাতার সমস্ত পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনেই নিয়মিত গল্প লেখেন। শ্রীরামপুরে জন্ম হলেও তাঁর ছোটবেলাটা কেটেছে উত্তরবঙ্গে। তাই উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ; দুই বঙ্গেই তিনি ঘরের মেয়ে। সেই 'ঘরের মেয়ে পরিচয়'কে কাজে লাগিয়ে বৈশাখীর লেখালিখিতে পরিচিতি পাওয়া এবং নিজের জায়গাকে তৈরি করে নেওয়া। উত্তরবঙ্গের লিট ফেস্টেও যেমন তাঁকে দেখা যায়, আবার কলকাতা বইমেলাতেও তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণ গবেষক দেবরাজ ভট্টাচার্যের প্রোফাইল দেখলে মনে হয় তাঁর জীবনে 'স্বপ্নো কি রানি' দার্জিলিং। দার্জিলিং নিয়ে এমন কবিতা, এমন রোমান্টিক ক্যানভাস তিনি তৈরি করেন যে, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল হয়ে যায়। সেই দেবরাজ এবার বইমেলায় একটি চমৎকার বই বের করেছেন, বইয়ের বিষয় দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন। বইটির নাম 'স্টেপ এসাইড ৫, রঙ্গিত রোড, দার্জিলিং'। যাঁরা দেশবন্ধুকে অনুসরণ করেন বা যাঁরা দার্জিলিংকে ভালোবাসেন, তাঁরা জানেন দার্জিলিংয়ের ঠিক কোন বাড়িটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে এত তথ্য নির্ভর একটি বই এবার দেবরাজ লিখেছেন এবং আর-এক তরুণ প্রকাশক, ডি এম লাইব্রেরির অরিত্র গোপাল মজুমদার সেই বই প্রকাশ করেছেন এত যত্ন নিয়ে, যে মুগ্ধ হতেই হয়। দেবরাজ এবং অরিত্র গোপাল; দুজনের যুগলবন্দিতে 'স্টেপ এসাইড ৫, রঙ্গিত রোড, দার্জিলিং' পাঠকের কাছে অবশ্য পাঠ্য বা সংগ্রহযোগ্য বলতেই হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষ চন্দ্র বসু বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের, স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই অবিস্মরণীয় চরিত্র, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সম্প্রীতির কথা বারবার বলেছিলেন, সেই পাশাপাশি সহাবস্থানের বার্তাই বহন করে চলে 'নতুন গতি' পত্রিকা। ইমদাদুল হক নূর সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে এই পত্রিকাটি শুধু প্রকাশ করছেন না, তরুণ মুসলিম লেখকদের, সম্ভাবনাময় প্রতিভাদের তুলে আনছেন। সেই ইমদাদুল

হক নূরের প্রকাশনা থেকে এবার প্রকাশ পেয়েছে মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডলের 'গোধূলির দহন'। মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরের বাসিন্দা। যদি পড়াশোনার কথা বলেন, তাহলে এম এ, এম ফিল এই মুসলিম লেখক 'ট্রিপল বি এড'ও বটে। পেশায় শিক্ষক বাকীবিল্লাহ মণ্ডল ২০১২ সাল থেকেই কলম এবং অন্য পত্র-পত্রিকায় লিখে চলেছেন। এবার বইমেলায় 'নতুন গতি' প্রকাশ করল তাঁর কবিতার বই 'গোধূলির দহন'।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'ধর্মের কল এবং অন্যান্য' এই প্রবন্ধ সংকলন বের করেছে দে'জ পাবলিশিং। অরুণ বাবু এক সময় শঙ্খ ঘোষের স্নেহধন্য ছিলেন। নিজের শারীরিক চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে তিনি কখনও সাংবাদিকতা করেছেন, কখনও সওদাগরি অফিসে চাকরি করেছেন। কিন্তু লেখালিখি এবং সারস্বত সাধনা থেকে কখনও সরে যাননি। তাঁর লেখার শৈলী, তাঁর নিবন্ধ রচনার ধরন কিছুটা আলাদা। সেকথা তাঁর বইয়ের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন। এই আলাদা ধরনের লেখার জন্য তাঁর লেখা পড়তে একটা অন্য ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়। অরুণ মুখোপাধ্যায় ঠিক যে সময়ে এই 'ধর্মের কল এবং অন্যান্য' প্রবন্ধ সংগ্রহ বের করছেন, সেই সময় ভারতবর্ষ উত্তাল ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু অরুণ মুখোপাধ্যায় দমবার পাত্র নন। তিনি নিজের মত, নিজের যুক্তি, বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করে এই বইটিকে অন্য চেহারা দিয়েছেন। সুখের কথা দে'জ পাবলিশিং-এর তরুণ কর্ণধার অপু দে এই বইটিকে প্রকাশের এবং নামকরণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

মানস ব্যানার্জী সরকারি চাকরি করেন। তার ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা। রাজনীতি সচেতন, সাহিত্য সচেতন মানসরা শুরু করেছেন নতুন পত্রিকা, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দরেণু'। সেই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত এবং মানসের সহকারী সম্পাদক প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাংগী। প্রিয়াঙ্গনা কবিতা লেখেন। সেই কবিতার বইয়ের নাম 'রূপকথা ছুঁয়ে' এবার মানসদের শব্দরেণুর বইমেলা সংখ্যার পাশাপাশি প্রিয়াঙ্গনাও বের করেছেন তাঁর নিজের চটি কবিতার বই, 'রূপকথা ছুঁয়ে'। এটা সুখের বিষয় যে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদ এই সব কিছু উত্থানের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানস, প্রিয়াঙ্গনার মতো তরুণ-তরুণীরা সাহিত্যেই মনোনিবেশ করেছেন। সাহিত্যের পত্রিকা বের করছেন, বই প্রকাশ করছেন এবং সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়েই হয়তো বাঙালি অস্মিতাকে টিকিয়ে রেখেছেন। প্রিয়াঙ্গনার কবিতা এই 'বাঙালি অস্মিতা'র কথা বলে। বোঝা যায়, তাঁর গোটা পরিবারই হয়তো কোনও না কোনওভাবে বাঙালির এই আত্মপরিচয়ের সন্ধানে রয়েছে।

২০২৬-এর এই মহাগুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালির এই বইমেলা বা বলা যায় বাঙালির বইপার্বণ অবশ্যই আলাদা তাৎপর্য বহন করে। বাঙালি যে তার নিজস্ব অস্মিতা, নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি; আসলে কোনও কিছুকেই কারও কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না, সেটা বোধহয় এবারের বইমেলা দেখিয়ে দিয়ে গেল। বাঙালির জাতিসত্তা বা বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার উপর বিজেপি যে আঘাত হানতে চায়, সেই আঘাতের জন্য বইমেলাই ছিল শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কিন্তু বইমেলার দেড় সপ্তাহ পার করে দেওয়ার পরও এটা নিশ্চিন্তে বলে দেওয়া যায় যে, বইমেলায় গেরুয়া শিবির তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। ছুটকো-ছাটকা কয়েকজনের বইপ্রকাশ বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল ছাড়া বাঙালির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গেরুয়া শিবির ঢুকতে পারল কোথায়? আসলে যারা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে, যারা রোকেয়া এবং নজরুলকে মেনে নিতে পারে না, যারা মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে, সেই গেরুয়া শিবিরের পক্ষে বাঙালির মনকে চেনা এবং মনকে জানা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। সেই কাজে বোধহয় আরও একবার গেরুয়া শিবির ব্যর্থ হতে চলেছে। অন্তত বইমেলায় মুক্তচিন্তার বাঙালির প্রগতিশীলতার যে ধ্বজা ওড়াতে দেখা গেল, তারপরে এই কথাটা নিশ্চিন্তেই বলে দেওয়া যায়।

(লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক)

শুনানি সন্ত্রাসে দমবে না বাংলা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমি কোনো রাজনীতি করি না। আমার সাত পুরুষের কেউ রাজনীতি করেনি। ভুল বললাম। আমি বা আমাদের সাত পুরুষের কেউ সক্রিয় রাজনীতি করেনি। সুতরাং আমি বা আমরা সক্রিয় রাজনীতি না করলেও কোনো না কোন মতের। সুতরাং আমি নিরপেক্ষ নই। কোনো না কোনো পক্ষের। তবে যে পক্ষের হই না কেনো এতো হেনস্থা আগে হইনি। যা এবারে হলাম। হ্যাঁ, এসআইআর নামে শুনানি সন্ত্রাস হয় এমনটাই বলছিল সুজয়।

না, শুধু সুজয় নয়, সুজয়ের মত লক্ষ লক্ষ হাজারে হাজারে মানুষ আজ এই শুনানি সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কী চাইছে তা ঠিক এখনও স্পষ্ট নয়। আপনি বলবেন ওটা নির্বাচন কমিশন দেখে - এতে সরকারের কী আছে! না, সেটা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ভূমিকা থেকে থাকে কমিশনে। আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক কাজ বা সিদ্ধান্ত কিভাবে মানুষের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয় আমরা এও দেখেছি যে কিভাবে সেই সব সিদ্ধান্ত মানুষের মধ্যে চরম ভোগান্তি এনে দিয়েছিল। দিশেহারা হয়েছিল মানুষ। মানুষের নিত্য সমস্যার মধ্যে নতুন নতুন সমস্যা উদ্ধৃত করেছে এই কেন্দ্রীয় সরকার। তা সে নোট বন্দি, করোনা কেন্দ্রিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা, পাঞ্জাবে কৃষক অত্যাচার কিম্বা উগ্র রাজনীতির মত হাজারও বিষয়। আর এবার এসেছে এসআইআর! কি চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এই এসআইআর! আমরা দেখেছি মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, মানুষ আতঙ্কে ভুগছেন। অন্যান্য বহু রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও সরকারের যে উন্মাদনা - সবটাই মানুষকে প্রায় বিপথগামী করে তুলেছে। সরকারের এই নতুন ভাবে এসআইআর যার নামে মানুষের এতো হয়রানি কোনো সভ্য দেশে বা রাজ্যে হয় বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই রকম খামখেয়ালি নীতি আমরা আগেও দেখেছি ২০১৯ সালের নভেম্বরে অযোধ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা দেখলাম জম্মু-কাশ্মীরে রী অর্গানাইজেশন। এবারে এসআইআর এ দেখা গেলো আত্মঘাতী হয়েছেন ১২৬ থেকে ১৩০ জন। আছে বিএলও থেকে সাধারণ মানুষ কেউ নিস্তার পাননি। কেউ মারা গেছে হার্ট অ্যাটাক তো কেউ হয়েছেন ব্রেন অ্যাটাক। অর্থাৎ মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এবার বিএলও-দের ঘিরে সাধারণ মানুষের হয়রানি চরমে পৌঁছে যাচ্ছে। এই এস আই আর ঘিরে এখানে একটি বলবার কথা হল এই যে সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত তো এই পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা তাতে এ কথা ঘোষণায় করতেই পারত যে - অনেক হয়েছে, আর নয়। এই মৃত্যু মিছিল কোনভাবেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের তো মনে হয় একটু সুস্থ ভাবে করলে এই মানুষের এত হয়রানি সেটা এইভাবে হত না আর তা সঠিক ভোটাধিকার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারত কিন্তু সেটা না করে যেটা হলো তা আতঙ্ক,আশঙ্কা এবং এই নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সর্বত্র। আর সেটাকে ঘিরে আন্দোলন এবং সর্বোপরি এই সন্ত্রাসের জেরে মানুষের চরম ভোগান্তি। এভাবে না ভাবলেও হতো। এই পদ্ধতিতে সুস্থ এবং অবাধ করার জন্য সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ দরকার সেটা এখনও দেখা গেল না। আর তা দেখা না যাওয়ার জন্যই এই চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের স্বাধীনতা দিবস

গেল। আমরা দেখতে পেলাম আর এক মর্মান্তিক চিত্র। ইনতাজুল শেখ নামে এক ইসলামিক সহ নাগরিক তিনি এসেছিলেন এসআই আর শুনানিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার হাঁটুর নিচ থেকে বাকি অংশ বিকল। হাতের সাহায্যে বুকে ভর দিয়ে উনি এসেছিলেন এই এসআইআর এর নিবিড় শুনানিতে। ভাবুন একবার! হাতের সাহায্যে বুকে ভর দিয়ে উনি নিবিড় শুনানিতে এসেছেন। নির্বাচন কমিশনের এই আয়োজনে ইনতাজুল শেখ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদ থেকে বিধানসভা কেন্দ্রের রাজধর পাড়া এলাকার উদয়ন গড়ের বাসিন্দা। শুধু আমাদের একটা এলাকার বা একটা বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ নন, আছে এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা কিনা প্রতিদিন ক্রমশ নিজেদের অস্তিত্বের রক্ষার সংগ্রামে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিবিড় শুনানিতে আসছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে এই পদ্ধতির জন্য করা অর্থাৎ একটা সুস্থ অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেভাবে ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রতি মানুষের থাকা উচিত সেটা কি আদৌ সম্ভব হবে? নাকি এই অগণতান্ত্রিক অমানবিক শাসন অত্যাচারে সাধারণ মানুষ বিপন্ন হবেন! নাকি তাদের অস্তিত্ব হারাবেন, তাদের মর্যাদা হারাবেন, তাদের সম্মান হারাবেন, তাদের সম্ভ্রম হারাবেন, এমনকি তাদের বিচার বুদ্ধিও হারাবেন! কেন একজন মানুষকে এত হয়রানি হতে হবে? কেন একজন মানুষকে শুধুমাত্র অধিক সন্তানের জন্য ডাকা হবে? কেন একজন মানুষকে শুধুমাত্র সন্দেহের বসে ডাকা হবে? কেন একজন মানুষকে তার সমস্ত নথির সঙ্গে যাবতীয় মিলে যাওয়ার পরও ডাকা হবে? সুপ্রিম কোর্টের লজিক্যাল ডিস্ক্রিমেন্সি কি মেনেছেন কমিশন? সময়ের মধ্যে কি তো দেওয়া সম্ভব হয়েছে? সঙ্গে কি বুঝদার লোক নেওয়া যাচ্ছে? এখন কি রিসিপ্ট কপি দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র? উত্তরে জানা যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে হলেও একটা বিরাট অংশের মানুষের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। বাস্তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই সমস্যা বাড়ছে। বিগত দিনে কেন্দ্রের তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রী এই বাংলায় এসে কিচ্ছু করতে পারেন নি - সেখানে মানুষকে হয়রানি ও চরম দুর্ভোগে ফেলে জেতার আশা কি করা যায়? মনে হয় না। বরং এটা মনে হয় এবার মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে দেখে নেওয়ার পালা। বাংলা থাকছে বাংলাতেই। কেমন হবে সেই খেলা - অপেক্ষা করুন। নিশ্চিত হবে বিরাট জয়ে জেতা? মিলিয়ে নেবেন - যা আরেকটু পরের কথা!

(লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

২৬-এর ভোটের আগে শুরু দেওয়াল দখলের যুদ্ধ

সাঁইথিয়ায় সংঘর্ষে জড়ালো তৃণমূল-বিজেপি

পার্থ দাস, বীরভূম: ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিধানসভা নির্বাচনের জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ময়দানে নেমে পড়েছে। বাংলার ভোট-সংস্কৃতিতে দেওয়াল লিখন সব রাজনৈতিক দলের কাছেই যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। নির্বাচনের আগে দেওয়াল দখলে যে দল এগিয়ে থাকে তারাই নির্বাচনী প্রচারে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে থাকে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় দেওয়াল দখল নিয়ে শুরু হয়ে গেল রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের লড়াই। সাঁইথিয়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছাড়ায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দেওয়ালে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে তারাই ব্যবহার করছে বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে তারা নির্বাচনী প্রচারের জন্য দেওয়াল বুকিং করেছিলেন। দলের নাম না দিয়ে সাদা রঙের

ওপর বিজেপি লিখে রেখেছিলেন। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের লোকজন সেগুলিকে মুছে দিয়ে টিএমসি লিখে দিয়েছে এমনটাই অভিযোগ। সকালে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রশাসনকে জানালে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশের সামনেই তুমুল কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতি হয় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি। তিনি জানান, 'থানায় আমরা অভিযোগ করলাম। এরপর যদি প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবো।'

অপরদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপি। তৃণমূলের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি অর্ণব মুখার্জী বলেন, আমাদেরই পুরনো দেওয়াল বিজেপি দখল করেছিল। আমাদের নজরে আসতে সেই দেওয়াল পুনরায় আমরা রঙ করে দিয়েছি। বিজেপির কোনও দেওয়াল দখল করা হয়নি। বিজেপির নিজেদের কোন অস্তিত্ব নেই, মিথ্যা অভিযোগ করছে তৃণমূলের নামে। সাঁইথিয়ায় তৃণমূল আবার বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে মানুষের সমর্থন নিয়ে।

সোনামুখিতে ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা

কৈলাস বিশ্বাস, সোনামুখি: মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যোগাযোগ করতেই মিলল সুফল, সোনামুখী পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি হচ্ছে রাস্তা , খুশির হাওয়া গোটা এলাকায়। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌরশহর সোনামুখী পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। এলাকার মানুষদের দাবি ছিল অতি দ্রুত এই রাস্তা সংস্কার করা হোক। এ বিষয়ে পৌরসভাকে বারবার জানানো হয়েছিল কিন্তু পৌরসভার পক্ষে বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করে এই রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যোগাযোগ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজের শিলান্যাস করলেন সোনামুখী পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়াতে খুশির হওয়া এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে। কেননা আগামী দিনে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে রোগী ও রোগীর আত্মীয় এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডবাসীর আর কোন সমস্যায় পড়তে হবে না । তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

সোনামুখী পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি বলেন , এই রাস্তাটার প্রায় ২১ থেকে ২২ বছর বয়স হয়েছে রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হল। স্থানীয় বাসিন্দা তপন প্রামানিক, সন্তোষ চক্রবর্তীরা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এর ফলে আগামী দিনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমাদের আর কোন সমস্যায় পড়তে হবে না, আমরা সকলেই ভীষণ খুশি।

কীর্ণাহার ডাকাতি কাণ্ড ● কেন ক্যামেরা বন্ধ করতে বললেন ?

সন্দেহের কেন্দ্রে গেস্ট হাউস

ফাঁস হচ্ছে লুঠের রহস্য !

সৌতিক চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন: কীর্ণাহারের সোনার দোকান লুঠ ও ধারাবাহিক বোমাবাজির ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের বড় সাফল্য;এই ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড হিসেবে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ কর্মকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে গ্রেফতারির পরেই তদন্তের অভিমুখ ঘুরে যাচ্ছে এক রহস্যময় গেস্ট হাউসকে কেন্দ্র করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ধৃত বিশ্বজিৎ কর্মকার কঙ্কালীতলায় 'ঠাকুরবাড়ি গেস্ট হাউস' নামে একটি গেস্ট হাউস লিজ নিয়ে চালাতেন। সূত্রের দাবি, এই গেস্ট হাউসটি তিনি লিজ নিয়েছিলেন বোলপুরে একটি প্রসিদ্ধ সোনার দোকানের মালিক পলাশ কর্মকারের কাছ থেকে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গেস্ট হাউসটি নথিভুক্ত রয়েছে পলাশ কর্মকারের স্ত্রীর নামে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঠাকুরবাড়ি গেস্ট হাউসেই নাকি কীর্ণাহারের সোনার দোকান লুটের সম্পূর্ণ 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরি করা হয়েছিল। যদিও এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে সামনে আসে আরও এক রহস্যময় তথ্য! আতঙ্কগ্রস্ত গেস্ট হাউসের এক নিরাপত্তারক্ষী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকে জানান, ঘটনার দিন গভীর রাতে বিশ্বজিৎ কর্মকার সেখানে এসেছিলেন খাবার নিতে। তিনি একাধিক ব্যক্তির জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন বলেও দাবি ওই নিরাপত্তারক্ষীর। এই তথ্য তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেই মনে করছে পুলিশ।

গেস্ট হাউসকে ঘিরে এই সব তথ্য সামনে আসার পর থেকেই পুলিশের নজরদারিতে রয়েছে ওই গেস্ট হাউস ও তার মালিকপক্ষ। তদন্তের অংশ হিসেবে একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে;কে কে সেখানে যাতায়াত করতেন, সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের লোকেশন এবং লিজ সংক্রান্ত নথিপত্র।

এরই মধ্যে ঘটনাটি ঘিরে আরও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে সংবাদ মাধ্যম বোলপুরে একটি প্রসিদ্ধ সোনার দোকানের মালিক পলাশ কর্মকারের কাছে পৌঁছালে, তিনি ক্যামেরা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। অভিযোগ, সেই সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী দুর্ব্যবহার করেন এবং অন-ক্যামেরায় কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। এই আচরণ নতুন করে প্রশ্ন তুলছে তদন্তের স্বচ্ছতা ও ঘটনার নেপথ্য ভূমিকা নিয়ে।

একদিকে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত, অন্যদিকে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী মহলের নাম জড়িয়ে পড়া; সব মিলিয়ে কীর্ণাহার সোনার দোকানে লুঠ ও বোমাবাজির ঘটনা ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে। তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, গেস্ট হাউসের রহস্য কতটা গভীরে গিয়ে পৌঁছয়;সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা জেলা।

পিচের বদলে ঢালাই, কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ মাঝিগ্রামের বাসিন্দাদের

বিশ্বদীপ নন্দী, বালুরঘাট: প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় রাস্তা নির্মাণে সরকারি নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তাল দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের মাঝিগ্রাম এলাকা। পিচের রাস্তার অনুমোদন থাকলেও নিম্নমানের ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। উত্তর মাঝিগ্রাম, দক্ষিণ মাঝিগ্রাম ও সাতরাই;এই তিন গ্রামের কয়েকশো মানুষ একযোগে নির্মাণকাজ বন্ধের ডাক দেন। মালঞ্চা থেকে মাঝিগ্রাম হয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও যে রাস্তা সম্পূর্ণ পিচের হবে, বাস্তবে পুরনো ঢালাইয়ের উপর নতুন করে ঢালাই চাপিয়ে কাজ চলছে বলে অভিযোগ।গ্রামবাসীদের দাবি, নির্মাণে নিম্নমানের বালি ও সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে গুরুতর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হৃদয় বর্মনের অভিযোগ, পিচের রাস্তার অনুমোদন থাকলেও ঠিকাদার খরচ বাঁচাতে ঢালাই করছে। আশা সরকার ও রবীন্দ্রনাথ সরকারের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে কাজ চললেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর নজরদারি নেই। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যদিও অভিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার দাবি, সরকারি নির্দেশ মেনেই কাজ করা হচ্ছে এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে গ্রামবাসীদের অবস্থান স্পষ্ট;পিচের রাস্তা নির্মাণ না হলে কাজ চলতে দেওয়া হবে না। দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মাঝিগ্রামের মানুষ।

হাসনাবাদের রেল বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন

আরো খবর প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল বস্তিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। ঘন্টাখানেক ধরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। কোন রকমে প্রাণে রক্ষা পান এই রেল বস্তির বাসিন্দারা। বিধ্বংসী আগুনে দশটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সর্বস্ব হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নিচে পরিবারগুলো। টাকি পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই বস্তিতে ছুটে আসেন জনপ্রতিনিধি সুনীল সর্দার, বাক্কার গাজি। তড়িঘড়ি তাদের সবকিছু ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। তাদের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মুকুটে নতুন পালক

উদ্বোধন হল সত্তর লক্ষ টাকার অত্যাধুনিক ল্যাপরোস্কপি মেশিন

সনাতন গরাই, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় জুড়লো নতুন পালক। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল হাসপাতালের প্রথম ল্যাপারোস্কপি মেশিন। আধুনিক এই অস্ত্রোপচার যন্ত্রের মাধ্যমে এখন থেকে জটিল অপারেশনও তুলনামূলকভাবে কম সময়ে ও কম ঝুঁকিতে করা সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তির খবর। রোটারি ক্লাব অফ ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় এবং রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুরের উদ্যোগে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অত্যাধুনিক ল্যাপারোস্কপি মেশিনটি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগে সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। এদিন মেশিনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কবি দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডা.

ধীমান মণ্ডল, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুরের একাধিক সদস্য ও হাসপাতালের চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এই ল্যাপারোস্কপি মেশিন চালু হওয়ায় পেটের বিভিন্ন রোগ সংক্রান্ত অস্ত্রোপচার বিশেষ করে গলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স ও অন্যান্য জটিল অপারেশন এখন থেকে বিনা খরচে এবং দ্রুত করা সম্ভব হবে। ফলে রোগীদের আর জেলা বা মহানগরের বেসরকারি হাসপাতালে ছুটতে হবে না।চিকিৎসা মহলের মতে, এই মেশিন চালু হওয়া দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়াবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'সম্ভবত রাজ্যের প্রথম কোনও মহকুমা হাসপাতালে এই ধরনের ল্যাপারোস্কপি মেশিন স্থাপন করা হল। এর ফলে দুর্গাপুর ও আশপাশের এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। দুর্গাপুরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে।

গোডাউনের প্রাচীর ভেঙে মৃত্যু এক শ্রমিকের

আরো খবর প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: গোডাউনের প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলাকালীন আচমকা প্রাচীর ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুর নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার অন্তর্গত বেগুনবাড়ি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম মানসার শেখ (৩৫)। তাঁর বাড়ি বেলডাঙার হিজুলি মাঠপাড়া এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলডাঙা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেগুনবাড়িতে একটি গোডাউন ঘরের প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলছিল। প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতার ওই প্রাচীরটি পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছিল বলে জানা যায়। অভিযোগ, সঠিক নিয়ম না মেনেই কাজ করানো হচ্ছিল। কাজ চলাকালীন আচমকা প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে এবং তার তলায় চাপা পড়েন পাঁচজন শ্রমিক। দ্রুত আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মানসার শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি চারজন শ্রমিক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত শ্রমিকের স্ত্রী মিলিয়ারি খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে

জানান, প্রায় ২০ দিন ধরে গোডাউনে কাজ করছিল আমার স্বামী। এভাবে ওর মৃত্যু হবে ভাবতে পারছি না। পরিবারের দুই নাবালিকা কন্যা ও এক সন্তানকে নিয়ে এখন পথে বসার মতো অবস্থা। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ ছিল ও। পুলিশ জানিয়েছে, গোডাউন নির্মাণে সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা এবং কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ভোটের আগে ঘর ওয়াপসি

তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরলেন পুরুলিয়ার প্রাক্তন পৌরপ্রধান

নয়ন কুইরী, পুরুলিয়া: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পুরুলিয়ার রাজনৈতিক ময়দানে উল্লেখযোগ্য রদবদল। গত পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পেয়ে অভিমানে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শামীম দাদ খান। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসে যান ছেলে প্রাক্তন কাউন্সিলার সোহেল দাদ খান, পরিবারের সদস্য এবং একাংশ সমর্থকরাও। তবে ফের রাজনৈতিক অবস্থান বদলে তাঁরা ফিরে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের তৃণমূলে ফিরে আসা সংগঠনকে শক্তিশালী করবে বলে মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এক যোগদান কর্মসূচিতে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন শামীম দাদ খান, সোহেল দাদ খান ও তাঁদের অনুগামীরা। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। এই যোগদানকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক মহল।

কুলপিতে তৃণমূলের বুথ সভাপতির গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘিরে চাঞ্চল্য

লোকেশ হালদার, কুলপি: গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির গাড়িতে বোমা বিস্ফোরনের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার ছামনাবনি গ্রামে। জানা যায়, ছামনাবনি গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি কুতুবউদ্দিন পাইক। শুক্রবার গভীর রাতে গ্যারেজে রাখা বুথ সভাপতির গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়ি ও আশেপাশের কয়েকটি ঘরবাড়ি। কুতুবুদ্দিন পাইকের অভিযোগ, এর আগেও তার বাড়িতে গভীর রাতে বোমাবাজি করেছিল বিরোধীদলের দুষ্কৃতিরা। এবারে তার গাড়িতে টাইম বোম লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার পর কুলপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা বন্ধন ব্যাঙ্কের

রাহুল চট্টোপাধ্যায়

২০২৫ ২৬ অর্থবর্ষ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট আমানত এক বছরে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা। মোট আমানতের মধ্যে খুচরো আমানতের অংশ ৭২ শতাংশ। সিআরএআর অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১৭.৮ শতাংশ। মোট ঋণ পোর্টফোলিও এক বছরে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা।

বন্ধন ব্যাঙ্ক অর্থবর্ষ ২০২৫ ২৬ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০২ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে মোট আমানতের মধ্যে খুচরো আমানতের অংশ ৭২ শতাংশ। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ব্যবসায়িক বৃদ্ধি ব্যাঙ্কের বিস্তৃত বিতরণ নেটওয়ার্ক, উন্নত পরিচালন দক্ষতা ও

অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের ফলে সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে বন্ধন ব্যাঙ্ক ভারতের ৩৬টির মধ্যে ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ৬,৩৫০ এরও বেশি ব্যাঙ্কিং আউটলেটের মাধ্যমে প্রায় ৩.২৫ কোটি গ্রাহককে পরিষেবা প্রদান করছে। বন্ধন ব্যাঙ্কে কর্মরত মোট কর্মীর সংখ্যা ৭৪,৫০০ এরও বেশি।

ব্যাঙ্কের পারফরম্যান্স সম্পর্কে বন্ধন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন, বন্ধন ব্যাঙ্কের গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকের তুলনায় তৃতীয় ত্রৈমাসিকের পারফরম্যান্স একটি ধারাবাহিক ও শক্তিশালী ভিত্তির প্রতিফলন।

চতুর্থ ত্রৈমাসিক এ আমরা গ্রাহক অভিজ্ঞতা, পরিচালন দক্ষতা ও স্কেলেবিলিটি বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক ডিজিটাল উদ্যোগ শুরু করতে প্রস্তুত।

নিউ টাউনে বন্ধন ব্যাঙ্কের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ওই সাংবাদিক বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধন ব্যাঙ্ক-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তথা চিফ অপারেটিং অফিসার রতন কুমার কেশ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তথা চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দার কুমার বব্বর, চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার রাজীব মন্ত্রী।

চেনা পুরুলিয়ার অন্যরূপ

অফবিট পর্যটন কেন্দ্র জজোহাতু

মৌ বসু

আরো খবর: শীত পড়তেই সকলেরই ইচ্ছে করে কোথাও ঘুরতে যেতে। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে সব সময় দূরে ঘুরতে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কয়েক দিনের ছুটিতে ঘুরতে যেতে পারেন জঙ্গলমহলের জেলা পুরুলিয়ায়। প্রকৃতির সান্নিধ্যে দুদণ্ড শান্তিতে কাটাতে চাইলে চেনা পুরুলিয়ার অন্য রূপ দেখতে আপনার গন্তব্য হতেই পারে স্বল্পচেনা পাহাড়ি টিলা ঘেরা গ্রাম জজোহাতু। এটি একেবারে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত।

জজোহাতুকে ৩ দিক থেকে ঘিরে আছে ৩ পাহাড়, জারিয়া, কীর্তনিয়া ও সিন্ধিয়া। কলকাতা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পুরুলিয়ার জজোহাতু আজও স্বল্প চেনা। রাস্তার পাশে সবুজের সমারোহ চোখকে দেবে প্রশান্তি।

আদিবাসী গ্রামের মাঝে সুন্দর ছুটি কাটানোর আদর্শ ঠিকানা হল জজোহাতু। জায়গাটির নামও অদ্ভুত। এক সময় প্রচুর তেঁতুল গাছ ছিল। আদিবাসীরা তেঁতুলকে জাজো বলে ডাকে। হাতু মানে বসতি। সেই থেকে জজোহাতু। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপে ধরা দেয় জজোহাতু। শীতে কুয়াশায় ঢাকা, বর্ষায় সবুজের সমারোহ আর বসন্তে লাল মাটি, নীল আকাশ আর পলাশের লাল, হলুদ রঙে রাঙা হয়ে যায় জজোহাতু। বিশেষ করে বর্ষায় জজোহাতুর রূপ যেন রূপকথা হয়ে যায়। জজোহাতুকে ঘিরে আছে ৩টি টিলা। বাকি সময় কীর্তনিয়া টিলা ন্যাড়া হলেও বর্ষার সময় সবুজে ঢাকা থাকে। পাহাড় চূড়ায় মন্দিরে পুজোর সময় কীর্তন চলে তাই থেকে নাম হয়েছে কীর্তনিয়া। জারিয়া টিলার কোল ঘেঁষে টলটলে জলের সুন্দর বাঁধের দেখা মেলে। যা লায়েক বাঁধ নামে পরিচিত। বাঁধের জলে জারিয়া টিলার অপূর্ব প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। টিলার ওপর থেকে আশপাশের গ্রাম ও প্রকৃতিকে চাক্ষুষ করা যায়। জজোহাতু জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রাকৃতিক জলাধার। জজোহাতু থেকে ঘুরে আসা যায় নরহরা জলাধার। শীতে পিকনিক করা হয়। এছাড়াও ঘুরে দেখা যায় পাঁড়রি ড্যাম। দূরে টিলার খাঁজে আরও এক সুন্দর জলাশয় ও প্রাকৃতিক বাঁধ নিয়ে লাকড়াকুঁদি ড্যাম। আদিবাসীরা নেকড়েকে লাকড়া আর পাহাড়ি গুহাকে কুঁদি বলে। সেই থেকে জায়গার নাম হয়েছে লাকড়াকুঁদি। জজোহাতুর প্রতিটি কোণ থেকে দেখা যায় পুরুলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গজাবুরু। আদিবাসীদের কাছে পবিত্র গজাবুরু। এছাড়াও টেবিল টপের মতো দেখতে চেমটাবুরু শৃঙ্গ ঘুরে আসা যায়। এখানে দেখা মেলে রূপাই নদীর সঙ্গে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে দুদণ্ড শান্তিতে কাটাতে চাইলে চেনা পুরুলিয়ার অন্য রূপ দেখতে আপনার গন্তব্য হতেই পারে স্বল্পচেনা পাহাড়ি টিলা ঘেরা গ্রাম জজোহাতু। এটি একেবারে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত। জজোহাতুকে ৩ দিক থেকে ঘিরে আছে ৩ পাহাড়, জারিয়া, কীর্তনিয়া ও সিন্ধিয়া। কলকাতা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পুরুলিয়ার জজোহাতু আজও স্বল্প চেনা। রাস্তার পাশে সবুজের সমারোহ চোখকে দেবে প্রশান্তি।

কীভাবে যাবেন

ট্রেনে চেপে নামতে হবে পটলডাঙার টেনিদার চারমূর্তির প্লট বলে পরিচিত ঝাড়খণ্ডর মুড়ি জংশন স্টেশনে। এখান থেকে গাড়িতে চেপে ঢুকে পড়ুন গ্রাম বাংলায়। মুড়ি জংশন স্টেশন থেকে ২৭ কিমি দূরে অবস্থিত জজোহাতু। অথবা কলকাতা থেকে সড়ক পথে ঝালদা হয়ে বাঘমুণ্ডিগামী রাস্তা ধরে আসা যায় জজোহাতু। পুরুলিয়ার পশ্চিমে ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের মাঠারি খামার পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জজোহাতু। ঝালদা শহর জনবহুল। থাকার জন্য বেশ কিছু বেসরকারি রিসর্ট রয়েছে।

ছবির মতো পাহাড়ি গ্রাম রিম্বিক

দার্জিলিং বা সান্দাকফু নয়

আরো খবর প্রতিবেদন: শীতে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং পাহাড়ে না গিয়ে আপনার গন্তব্য হতে পারে শান্ত নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা স্বল্প পরিচিত রিম্বিক গ্রাম।

নিস্তব্ধ পাহাড়, কুয়াশায় ঢাকা পথ, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়--এসবকিছুর অপূর্ব মেলবন্ধন হল রিম্বিক।

হিমালয়ের কোলে ছোট্ট পাহাড়ি নির্জন গ্রাম হল রিম্বিক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত রিম্বিক গ্রাম সান্দাকফু ট্রেকিং রুটের শেষ বিন্দু হিসাবে পরিচিত। ট্রেকারদের কাছে রিম্বিক গ্রাম হল 'গেটওয়ে টু সান্দাকফু'। শহুরে নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে, পাইন, ওকের ঘন সবুজ জঙ্গল, কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য, শেরপা, নেপালি সংস্কৃতির মিশ্রণে রিম্বিক গ্রাম হল অফবিট পর্যটন কেন্দ্র।

রিম্বিক সান্দাকফু - ফালুট ট্রেকিং রুটের মূলত বেস ক্যাম্প হিসাবে পরিচিত। ট্রেকিং না করলেও প্রকৃতির টানে যাওয়া যায় রিম্বিক। চারপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল, পাহাড়ি নদী রাম্মাম, পাহাড়ের কোলে কাঠের তৈরি বাড়ি, শীতল হাওয়া--সব মিলিয়ে রিম্বিক মানে মানসিক শান্তি। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সবচেয়ে ভালো করে দেখা যায়। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ হলে পাহাড় চূড়ায় সূর্যের আলো পড়ার দৃশ্য দেখলে জীবনভর মনে থেকে যাবে। পায়ে হেঁটে ঘোরা যায় গ্রাম। চাক্ষুষ করা যায় রিম্বিকের স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাপন। এছাড়াও ঘুরে আসা যায় রিম্বিক মনেস্ট্রি। কাছে রয়েছে শ্রীখোলা নদী। ওপরে পুরোনো ঝুলন্ত সেতু। চারপাশের নিরিবিলি পরিবেশ দেখলে মন ভরে যায় শান্তিতে। পাহাড়ি নদী রাম্মামের পাশে বসে থাকলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় মনেই থাকবে না। এছাড়াও প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ হল সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্য।

বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ সময়

অক্টোবর থেকে এপ্রিল হল বেড়ানোর আদর্শ সময়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে প্রবল ঠান্ডা। হালকা তুষারপাত হয়। মার্চ ও এপ্রিলে রডোডেনড্রন ও বুনো ফুলে ভরে যায় চারপাশ। কলকাতা থেকে ট্রেন, সড়ক বা বিমান পথে নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িতে চেপে মানেভঞ্জন হয়ে রিম্বিক। মানেভঞ্জন থেকে রিম্বিকের দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। সময় লাগে দেড় থেকে ২ ঘণ্টা। চারপাশে জঙ্গল, পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি, এই পথের আকর্ষণ। থাকার জন্য বেশ কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোম স্টে আর লজ রয়েছে। ঘরোয়া খাবার পাওয়া যায়।

আরো বিনোদন

ইতিহাস আর অ্যাডভেঞ্চারের মিশেলে 'বিজয়নগরের হীরে'

শান্তম চক্রবর্তী

তখনও স্কুলের গণ্ডিতে আবদ্ধ, ১৯৭৯ সালে একটি বাংলা ছবি রিলিজ হয়েছিল সেবার ঠিক পুজোর আগে। সেই বয়সে একা একা বা বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর অভিভাবকরাও খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। সেই ছবি অবশ্য দেখেছি অনেক পরে , দূরদর্শনের কল্যাণে শনিবার বিকেলের ছায়াছবি হিসাবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু' সিরিজের প্রথম সিনেমা , 'সবুজ দ্বীপের রাজা'। তপন সিংহ পরিচালিত সেই ছবিতে কাকাবাবু অর্থাৎ রাজা রায়চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শমিত ভঞ্জ, যাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, আসলে কাকাবাবু হয়ত এরকমই দেখতে। পরবর্তীকালে একদা 'ফেলুদা' সব্যসাচী চক্রবর্তীও ছবিতে কাকাবাবু হয়েছেন। কিন্তু সেই ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেখার পর আর কাকাবাবু হিসাবে অন্য কারওর কথা মাথাতেই আসে না। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'বিজয়নগরের হীরে' ছবিটা দেখার সময়েও ঠিক এই কথাটাই মাথায় এসেছিল।

কাকাবাবু ও সন্তু চরিত্র দু'টি কিশোর-কিশোরীদের কাছে তো বটেই, বড়দের কাছেও খুবই জনপ্রিয়। কাকাবাবু সিরিজের ছবি 'বিজয়নগরের হীরে'র পরিচালনায় এবার চন্দ্রাশিস রায়। ১৯৮৮ সালে এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ইতিহাসের অসংখ্য কাহিনিতে মোড়া হাম্পি। হাম্পি, হসপেট, বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাস এবং ৬০০-৭০০ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে বাঙালি দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো বটেই। তবে গল্পটা যাঁরা আগে পড়েছেন, তাঁদের কাহিনির স্রোত এগিয়ে যাওয়ার সময় কোথাও কোথাও খটকা লাগতে পারে। তবে মাথায় রাখতে হবে, উপন্যাসে যা আছে, তা ফিল্মে না থাকতেই পারে , এক্ষেত্রে পরিচালকের স্বাধীনতা থেকেই যায়।

চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী এবং সরস্বতী পুজোর দিন অন্য দু'টি বাংলা ছায়াছবির সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে 'বিজয়নগরের হীরে'। ইতিহাস ও গুপ্তধনের গন্ধমাখা এই সিনেমায় রয়েছেন 'কাকাবাবু' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রধান রাইট হ্যান্ড বয় 'সন্তু' চরিত্রে আরিয়ান ভৌমিক। এই গল্পে অবশ্য আরও একজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে , সে অবশ্যই 'জোজো' - পূষণ দাশগুপ্ত। আরিয়ান ঠিকই আছে, তবে পূষণ বিউটিফুল। গল্পে রিঙ্কু ও রঞ্জন সান্যালের চরিত্র অনেক বেশি প্রজেক্টেড, তবে সিনেমাতে বেশ কিছুটা কাটছাঁট করেছেন পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়। রিঙ্কুর চরিত্রে শ্রেয়া ভট্টাচার্য এবং রঞ্জনের চরিত্রে সত্যম ভট্টাচার্যকে ভালই লেগেছে। ছবিতে প্রধান খল চরিত্র কবচ গোষ্ঠীর নেতা 'মোহন সিং'-এর ভূমিকায় অনুজয় চট্টোপাধ্যায়কে ভাল লেগেছে। 'কস্তুরীদেবী রায়া' চরিত্রে রাজনন্দিনী পাল ঠিকঠাক। তবে 'প্রফেসর ভগবতী প্রসাদ শর্মা'র ভূমিকায় চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী এ ছবির বিশেষ চমক।

এ ছবিতে গানের কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই। কাকাবাবু ফ্র্যাঞ্চাইজির ছবি মানেই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পর থেকে 'দূরের দিগন্তে প্রশ্ন হাজার...' থাকবেই। তবে এই ছবিতে তার একটু ছোঁয়া ছাড়া অন্য যে টাইটেল ট্র্যাকটি আছে - শ্রীজাতর লেখা ও রূপম ইসলামের গাওয়া। প্রসেনের লেখা 'যাত্রা শুভ হোক' গেয়েছেন দুর্নিবার সাহা ও দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সঙ্গীত পরিচালক 'আইডি' ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। ছবির চিত্রনাট্য এবং চোখা সংলাপের দায়িত্বে ছিলেন রোহিত-সৌম্য। আর মনোরম ক্যামেরার কাজ করেছেন ইন্দ্রনাথ মারিক। সম্পাদনা শুভজিৎ সিংহ।

অনেকেই গল্পটা আগে পড়েছেন, অনেকেই পড়েননি। তুলনা না করে সিনেমাটা দেখলে কিছু হারাবেন না , বরং অনেক কিছু পেয়েও যেতে পারেন। ছোট-বড় সকলের দেখার মতোই এ ছবি, যেখানে আরও একবার 'ইন্ডাস্ট্রি' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে এক্সপেরিয়েন্স করার সুযোগ মিলবে 'বিজয়নগরের হীরে'-তে।

কলকাতায় বসছে ক্রীড়া চলচ্চিত্রের আসর

আরো খবর প্রতিবেদন: সারা দুনিয়াজুড়ে অতীতে এবং বর্তমানেও তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে খেলাধুলো নিয়ে চলচ্চিত্র। ভারতেও হিন্দিতে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি হয়েছে ক্রীড়া চলচ্চিত্র। আর সেই ধরণের ছায়াছবি নিয়েই ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব। কলকাতার নন্দনে এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এবারের ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে ১৬ দেশের ৩০টি ছবি দেখানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে বাঙালি পরিচালকদের ছবি যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে বিদেশি পরিচালকদের ছবিও। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ দিয়েগো মারাদোনা এবং লিওনেল মেসিকে নিয়ে নির্মিত ছবি 'মেসি'। ২০১১ সালে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হওয়ার পর প্রথমবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন মেসি। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ১-০ জয় পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। সম্প্রতি তিনি দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসেছিলেন। ফুটবলের রাজপুত্রকে নিয়ে তৈরি ছবি 'মেসি'-র পরিচালক অর্ণব রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, কলকাতার ফুটবল আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আরও এক কিংবদন্তি , দিয়েগো মারাদোনা। একাধিকবার কলকাতায় এসেছেন তিনিও। '৮৬-র বিশ্বজয়ীকে নিয়ে ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে একটি তথ্যচিত্র। তবে কেবল ফুটবল নয়, অন্য খেলা নিয়েও সিনেমা দেখানো হবে এই উৎসবে। মীরা নায়ারের 'কুইন অফ কাটওয়ে' (২০১৬) এবং রিমা কাগতির 'গোল্ড' (২০১৮) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড ওয়েলোও, লুপিতা নিয়ং'ও, মদিনা নালওয়াঙ্গা অভিনীত 'কুইন অফ কাটওয়ে' ছবিটি উগান্ডার রাজধানী কাম্পালার বস্তি কাটওয়েতে বাস করা ফিওনা মুতেসির নামক একটি মেয়ের জীবন নিয়ে তৈরি। দাবার প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং কোচ রবার্ট কাটেন্ডের শিক্ষায় শীর্ষস্থানীয় দাবাড়ু হয়ে ওঠার গল্প বলে এই ছবি। পরিচালক রিমা কাগতির 'গোল্ড' ছবিতে অলিম্পিকে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতীয় দলের প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের গল্প রয়েছে। ভারতীয় দলের এমন জয়ের নেপথ্যে যে মানুষটির অবদান সবচাইতে বেশি, রিমার চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে তাঁকে কেন্দ্র করেই। তিনি তপন দাস। এক বঙ্গ তনয়। ছবিটি আবারও বড় পর্দায় প্রদর্শিত হবে নন্দনে।

এবারের এই চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত ছাড়াও থাকছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া সহ ১৬টি দেশের সিনেমা। উৎসবে প্রদর্শিত অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ইরা দেওকুলের 'অ্যাথলিটস আর ম্যাড', অ্যাডাম লাপালোর 'আনটাচেবল', রোজাউরা আরান্ডার 'আনটিল ডেথ', দিমিত্রি ভিঙ্গুরস্কির 'বিলিভ ইন আ ড্রিম' ইত্যাদি।

ফেলে আসা ছাত্রবেলার গল্প 'প্রত্যাবর্তন: দ্য হোমকামিং'

আরো খবর প্রতিবেদন: ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে সবাই একদিন বড় হয়ে যায়। সেই ফেলে আসা মেডিক্যাল কলেজের দিনগুলোর কথা বলতেই তৈরি হল একটি গোটা ছায়াছবি , 'প্রত্যাবর্তন দ্য হোমকামিং'। শুক্রবার সল্টলেক সিটি সেন্টারের আইনক্স প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল এই ছবির প্রিমিয়ার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কলাকুশলী ও বিশিষ্ট অতিথিরা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডাঃ শুদ্ধসত্ব চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা করেছেন পাঞ্চালি চট্টোপাধ্যায়।

এই চলচ্চিত্রের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মেডিক্যাল কলেজের ছ'জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ফের মিলিত হয় সেই ছাত্রছাত্রীরা, আর পুনর্মিলনের সময় হিসাবে তারা বেছে নেয় কলকাতা বর্ষপূর্তির সময়টাকে। যেখানে মেডিক্যাল কলেজের ১৯০ বছর তাদের অতীত স্মৃতি, বর্তমান জীবনের টানাপোড়েন ও অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনার মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের নানা দিক ফুটে উঠেছে। হারিয়ে যাওয়া সময়, হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব ও প্রেম, অসম্পূর্ণ স্বপ্ন , সবই রয়েছে এই ছবিতে। বিদেশে চলে গিয়ে ফের দেড় দশক পর কলকাতায় ফেরার অনুভূতিটাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পর্দায়।

'প্রত্যাবর্তন দ্য হোমকামিং'-এর প্রিমিয়ার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক-প্রযোজকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ছবির ভাবনা তুলে ধরেন। এই ছবির মূল ভাবনা - ডাঃ অভীক ঘোষ, কাহিনি , ডাঃ চিন্ময় নাথ, সঙ্গীত পরিচালনা , ডাঃ শিবালিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন ডাঃ শুদ্ধসত্ব চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণপালি মাইতি চৌরাসিয়া, পৃথা চক্রবর্তী প্রমুখ।

রাশিয়ার তেল বন্ধে শুল্ক প্রত্যাহার দিল্লিকে ভেনেজুয়েলার তেলের প্রস্তাব দিল ওয়াশিংটন

আরো খবর প্রতিবেদন: রাশিয়া থেকে তেল কেনাকে কেন্দ্র করে ভারতের ওপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিল আমেরিকা। তবে তার বদলে ভারতকে রুশ তেল কেনা কমিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনতে হবে;এমনই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। রুশ তেল আমদানির জেরে এর আগে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। পরে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। এর ফলে ভারত,আমেরিকা বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতেই ভারতকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে ওয়াশিংটন। আমেরিকার দাবি, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানি শুরু করে, তবে শুল্ক প্রত্যাহারের পাশাপাশি আটকে থাকা ভারত,আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিও চূড়ান্ত করা হবে। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, সদ্য মার্কিন আগ্রাসনের পর ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলভাণ্ডার বর্তমানে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকার অভিযোগ, ভারতের তেল কেনার অর্থেই ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যয় মেটাচ্ছে রাশিয়া। ভারত বরাবরই জানিয়ে এসেছে, দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে যেখানে কম দামে তেল পাওয়া যায় সেখান থেকেই তেল কেনা হবে। তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমালে তার প্রভাব শুধু জ্বালানি নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারত,রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কেও প্রভাব পড়তে পারে। রয়টার্স আরও জানিয়েছে, ভারত ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে শুরু করেছে। জানুয়ারিতে যেখানে দৈনিক ১২ লক্ষ ব্যারেল রুশ তেল আমদানি করা হচ্ছিল, ফেব্রুয়ারিতে তা কমে ১০ লক্ষ ব্যারেলে নামতে পারে। মার্চে তা আরও কমে ৮ লক্ষ ব্যারেল এবং ভবিষ্যতে ৫,৬ লক্ষ ব্যারেলে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে ভারত সরকারের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পর্যটকদের জন্য সুখবর

ইম্ফল থেকে সরাসরি কলকাতা ও মুম্বই ফ্লাইট

আরো খবর প্রতিবেদন: পর্যটক ও যাত্রীদের জন্য সুখবর। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ইম্ফল থেকে কলকাতা ও মুম্বই পর্যন্ত সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করতে চলেছে স্পাইসজেট। সপ্তাহের প্রতিদিনই এই রুটে বিমান চলবে বলে জানিয়েছে বিমানসংস্থা। মণিপুরে এখনও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়ায় বিমান চলাচল সীমিত রয়েছে। ফলে রাজ্যে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল পর্যটক, ব্যবসায়ী, পড়ুয়া ও চিকিৎসার জন্য যাতায়াতকারী মানুষদের। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিমান পরিষেবা স্বস্তি দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্পাইসজেট জানিয়েছে, ইম্ফল থেকে কলকাতা ও গুয়াহাটি পর্যন্ত সরাসরি ফ্লাইট চালানো হবে। পাশাপাশি মুম্বই, ইম্ফল রুটেও পরিষেবা থাকবে। মুম্বইগামী ও মুম্বই থেকে আসা বিমানগুলি কলকাতা বিমানবন্দরে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি নেবে, তবে যাত্রীদের বিমান পরিবর্তন করতে হবে না। এই রুটে বোয়িং ৭৩৭ বিমান ব্যবহার করা হবে। স্পাইসজেটের দাবি, নতুন পরিষেবার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দা, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসার জন্য যাতায়াতকারী যাত্রীরা উপকৃত হবেন। স্পাইসজেটের চিফ বিজনেস অফিসার দেবোজো মহর্ষি জানান, এই পরিষেবা মণিপুরের সঙ্গে দেশের বড় শহরগুলির যোগাযোগ আরও মজবুত করবে এবং কম খরচে ভ্রমণের সুযোগ বাড়াবে।

গণভবনের খাবারের বকেয়া বিল, নতুন চুক্তি সত্ত্বেও সঙ্কটে হোটেল

আরো খবর প্রতিবেদন: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণভবনের খাবারের বিল এখনও বকেয়া, যা সরকারি হোটেল অবকাশের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। হোটেল অবকাশ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হোটেলটি নিয়মিতভাবে গণভবনে খাবার, রান্নাবান্না এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করত। বিল সময়মতো পরিশোধ না হওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষের ওপর আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে।সেখানে আরও জানা গেছে, বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবনের খাবারের বিলও বাকি রয়েছে, যা প্রায় ৩৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ নতুন করে আগস্টে ইউনূসের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে মোট ৪৬০টি আইটেম সরবরাহ করা হবে, যার মধ্যে ফল, বিস্কুট, ছানা, মিষ্টি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও অন্তর্ভুক্ত।হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বকেয়া বিলের কারণে কর্মীদের বেতন দেওয়া এবং নতুন সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে হাসিনার গণভবনের জন্য খাবার সরবরাহ চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও বৈঠক চলতে থাকায় হোটেলের কাজের চাপ অনেক বেশি। ইউনূসের বাসভবনে সরবরাহের ক্ষেত্রে বাকি টাকা না দেওয়ায় নতুন চুক্তি কার্যকর করলেও, আর্থিক অনিশ্চয়তার আশঙ্কা এখনও কাটেনি।

স্বামী অজিতের মৃত্যু-শোকের মধ্যেই শপথ মহারাষ্ট্রের প্রথম মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা

আরো খবর প্রতিবেদন: ব্যক্তিগত শোকের আবহেই রাজনীতির ইতিহাসে নাম লেখাল মহারাষ্ট্র। স্বামী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর মাত্র তিন দিনের মাথায় এনসিপির পরিষদীয় দলনেত্রী নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের প্রথম মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সুনেত্রা পওয়ার। শনিবার বিকেলে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতের কাছে মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করেন তিনি। শনিবার সকালেই বিধানসভা ভবনে ডাকা এনসিপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে সর্বসম্মত ভাবে দলনেত্রী নির্বাচিত হন সুনেত্রা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিকেল পাঁচটায় সম্পন্ন হয় তাঁর শপথগ্রহণ। এর মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ সুনেত্রা পাওয়ার। ফলে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁকে বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হবে। তবে তাতে তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রিত্বে কোনও বাধা নেই বলে জানাচ্ছে প্রশাসনিক সূত্র। এর আগের দিনই মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীসের সরকারি বাসভবন 'বর্ষা'-য় এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ছগন ভুজবল, প্রফুল পটেল ও সুনীল তটকরের উপস্থিতিতে কার্যত সুনেত্রার নামেই সিলমোহর পড়ে। বৈঠকের পর ছগন স্পষ্ট করেন, অজিত পাওয়ারের শূন্যস্থানেই সুনেত্রা দায়িত্ব নেবেন। ভোট-রাজনীতিতে সুনেত্রার অভিষেক সাম্প্রতিক। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারামতী থেকে লড়ে সুপ্রিয়া সুলের কাছে পরাজিত হলেও, অজিত পাওয়ারের আকস্মিক প্রয়াণের পর দলীয় নেতৃত্বে তাঁর উত্থান দ্রুত ও নাটকীয়। শরদ,অজিত গোষ্ঠীর পুনর্মিলন নিয়ে জল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত অজিত অনুগামী শিবির আলাদা অস্তিত্ব বজায় রেখেই সুনেত্রাকে সামনে আনে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে এনসিপির ভেতরে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাব আরও বাড়তে পারে। অন্য দিকে, শরদ পাওয়ার মন্তব্য করে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও সুনেত্রা শিবির 'শেষ ইচ্ছার সম্মান'-এর কথা তুলে ধরে ভবিষ্যতে ঐক্যের সম্ভাবনার দরজা খোলা রেখেছে।

রণথম্ভোরে টাইগার রিজার্ভে বড় সিদ্ধান্ত সাফারির সময়ে ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

আরো খবর প্রতিবেদন: রণথম্ভোর টাইগার রিজার্ভে সাফারির সময়ে পর্যটকদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। জঙ্গলের শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা, বন্যপ্রাণীদের অযাচিত বিরক্তি বন্ধ করা এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের বন দফতর ও পর্যটন দফতরের এক যৌথ বৈঠকে এই নির্দেশিকা চূড়ান্ত হয়েছে। বন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সাফারি শুরুর আগে গাইডরা পর্যটকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন সংগ্রহ করবেন। নির্দিষ্ট বক্সে ফোনগুলি সংরক্ষণ করা হবে এবং সাফারি শেষ হওয়ার পর তা ফেরত দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের দাবি, সাফারির সময় বহু পর্যটক বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে ছবি তোলা, ভিডিয়ো করা কিংবা রিলস বানাতে গিয়ে জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করেন। এর ফলে প্রাণীদের স্বাভাবিক চলাচল ও আচরণে ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে বিশ্বখ্যাত রণথম্ভোর টাইগার রিজার্ভে এই ধরনের কর্মকাণ্ড বাঘের চলাচলেও প্রভাব ফেলছে। এর আগেও সাফারির গাইড ও গাড়িচালকদের মোবাইল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তবে প্রতিবাদের মুখে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সরকার। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী পর্যটকদের মোবাইল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের আশা, এই সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, তেমনই সাফারিতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তাও আরও মজবুত হবে।

উত্তরপ্রদেশে খাবারের দেরিতে বচসা, রেস্তরাঁয় খুন দুই যুবক

আরো খবর প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এক রেস্তরাঁয় খাবার পরিবেশনে দেরি হওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা, যা পরিণত হয়েছে প্রাণঘাতী হামলায়। ঘটনায় দু'জন যুবক নিহত হয়েছেন, আর একজন গুরুতর জখম হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে সত্যম, শ্রীপাল ও অনুরাগ নামে তিন যুবক ওই রেস্তরাঁয় মদ্যপান ও খাবার খাচ্ছিলেন। খাবার পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় তারা রেস্তরাঁ কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, এরপর আরও কিছু খাবার অর্ডার দেয়ার পর তা টেবিলে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় বচসার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বাগবিতণ্ডার মধ্যে রেস্তরাঁর মালিক ও কর্মীরা ওই তিন যুবকের উপর চড়াও হন এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান। ঘটনার পর তিন যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক সত্যম ও শ্রীপালকে মৃত ঘোষণা করেন। অনুরাগ বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। ঘটনায় সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই চার জনকে আটক করা হয়েছে।

এআই-এর পরামর্শে এইচআইভির ওষুধ সেবন ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুর মুখে রোগী

আরো খবর প্রতিবেদন: এআই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের পরামর্শে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের ওষুধ সেবন করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে দিল্লির ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা হওয়ার পর ওই ব্যক্তি কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই একটি এআই প্ল্যাটফর্মের নির্দেশ মেনে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফিল্যাক্সিস (পিইপি) ড্রাগ গ্রহণ শুরু করেন। টানা ২৮ দিন ধরে তিনি এই শক্তিশালী ওষুধ সেবন করেন, যা সাধারণত কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কড়া নজরদারিতে দেওয়া হয়ে থাকে। এর পরেই দেখা দেয় ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। চিকিৎসকদের মতে, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন বিরল কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগ স্টিভেন,জনসন সিন্ড্রোম-এ। এই রোগে ত্বকে মারাত্মক ফোস্কা ও ক্ষত তৈরি হয় এবং মুখ, চোখ ও যৌনাঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবস্থা ক্রমশ অবনতি হওয়ায় তাঁকে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্বকে র্যাশ ও দানা দেখা দেওয়ার পর তিনি ও তাঁর পরিবার একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং চিকিৎসকরা ওষুধজনিত প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পিইপি দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎস;ব্যক্তি বা ব্যবহৃত সূচের রিপোর্ট নেগেটিভ হলে অবিলম্বে ওই ড্রাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় সামান্য ভুলও প্রাণঘাতী হতে পারে। এই ঘটনায় গুরুতর প্রশ্ন উঠছে;কীভাবে কোনও বৈধ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওই ব্যক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ সংগ্রহ করলেন। ওষুধের দোকানের ভূমিকা নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে। চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টভাবে সতর্ক করছেন, এআই কখনওই চিকিৎসকের বিকল্প হতে পারে না। এইচআইভি-সহ যে কোনও গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ গ্রহণ করা মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

অক্সিজেন ছাড়াই দৌড়বে ক্ষেপণাস্ত্র নতুন প্রযুক্তিতে বায়ুসেনার চুক্তি

আরো খবর প্রতিবেদন: যুদ্ধবিমান ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের গতি এবং কার্যক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ভারতীয় বায়ুসেনা। এই উদ্দেশ্যে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স পরিচালিত ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এফএসআইডি)-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তির মূল লক্ষ্য হল অত্যাধুনিক এয়ার-ব্রেথিং প্রোপালশন সিস্টেম প্রযুক্তির উন্নয়ন। এটি এমন এক ধরনের ইঞ্জিন প্রযুক্তি, যেখানে জ্বালানির দহনের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। ফলে সাধারণ রকেটের মতো আলাদা করে অক্সিজেন বহনের প্রয়োজন পড়ে না। সামরিক পরিভাষায় এই এয়ার-ব্রেথিং প্রোপালশন সিস্টেম মূলত যুদ্ধবিমান ও দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমানের ওজন কমে, একই সঙ্গে পেলোড বহনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পাল্লাও অনেক বেশি হয়। সাধারণ রকেট ইঞ্জিনে নিজস্ব অক্সিডাইজার বহন করতে হলেও, এয়ার-ব্রেথিং সিস্টেমে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। এর ফলে হাইপারসনিক যান আরও হালকা, দ্রুত এবং কার্যকর হয়ে ওঠে।

রাফা ক্রসিং খুলছে, গাজায় স্বস্তির আলো

আরো খবর প্রতিবেদন: দীর্ঘ মাসের অবরোধ ও টানাপড়েনের পরে অবশেষে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের আলো দেখতে চলেছে গাজা। প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশরের একমাত্র স্থলপথ রাফা ক্রসিং আংশিক ভাবে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েল সরকার। রবিবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েল,হামাস সংঘাত শুরু হওয়ার পর নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় প্রথমে রাফা সীমান্ত বন্ধ রেখেছিল মিশর। মিশরের আশঙ্কা ছিল, সীমান্ত খুলে দিলে হামাসের সদস্যরা ইজরায়েলি হামলা এড়াতে তাদের দেশে ঢুকে পড়তে পারেন। পরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মানবিক কারণে নিয়ন্ত্রিত ভাবে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর জন্য সীমান্ত খোলা হয়। এমনকি অসামরিক গাজাবাসীর যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সীমিত ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কায়রো। তবে সেই সুযোগও কার্যত বন্ধ হয়ে যায়, যখন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার দক্ষিণ গাজার রাফা ক্রসিং দিয়ে সব ধরনের যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে গাজার মানুষের জন্য বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের শেষ দরজাটিও বন্ধ হয়ে যায়। গত মাসে আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতি সংক্রান্ত আলোচনার সময় তেল আভিভ জানিয়ে দেয়, হামাসের হাতে আটক শেষ ইজরায়েলি পণবন্দি রান গভিলির দেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত রাফা ক্রসিং খোলা হবে না। ২৪ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি ইজরায়েলি পুলিশ বাহিনীর সার্জেন্ট ছিলেন এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় অপহৃত হন। গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ গাজার ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে রান গভিলির দেহ উদ্ধার করে ইজরায়েলি সেনা। হামাসের দাবি, ইজরায়েলি হামলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং দেহ উদ্ধারে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছে। যদিও এই দাবির বিষয়ে ইজরায়েল সরকার কোনও মন্তব্য করেনি। ঘটনাচক্রে, দেহ উদ্ধারের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাফা ক্রসিং আংশিক খুলে দেওয়ার ঘোষণা এল। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে গাজায় আটকে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য ত্রাণ ও সীমিত যাতায়াতের পথ কিছুটা হলেও খুলতে চলেছে।

সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চ্যাম্পিয়ন রিবাকিনা

আরো খবর প্রতিবেদন: তিন বছর আগে মেলবোর্ন পার্কেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল এলেনা রিবাকিনা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে লড়াইয়ে তাঁকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন অ্যারিনা সাবালেঙ্কা। তার পর গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে দাপট দেখিয়েছেন সাবালেঙ্কা, ইগা স্বিয়নতেকেরা।

চোট-আঘাতে কিছুটা আড়ালে চলে গিয়েছিলেন রিবাকিনা। তবে হাল ছাড়েননি তিনি। শনিবার প্রমাণ করে দিলেন, প্রত্যাবর্তনের পথও এমনই হতে পারে।মেলবোর্ন পার্কেই প্রতিশোধ নিলেন কাজাখ তারকা। বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড় সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতলেন এলেনা রিবাকিনা। হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪ ফলে জয় তুলে নেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর আবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের মুকুট মাথায় তুললেন রিবাকিনা।২ ঘণ্টা ১৮ মিনিটের লড়াইয়ে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন রিবাকিনা। প্রথম গেমেই সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান তিনি। ৩৭ মিনিটের প্রথম সেটে শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। নবম গেমে দু'টি ব্রেক পয়েন্ট হাতছাড়া করার মাশুল দিয়ে ৪-৬ ব্যবধানে সেট হারান তিনি।দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন সাবালেঙ্কা। দু'জনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও দশম গেমে রিবাকিনার সার্ভিস ভেঙে সেটটি নিজের নামে করেন বেলারুশের তারকা।

ফলে ম্যাচে সমতা ফেরে।তৃতীয় সেটে শুরুটা ভালোই করেছিলেন সাবালেঙ্কা। রিবাকিনার প্রথম সার্ভিস গেম ভেঙে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। তবে সেখান থেকেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন রিবাকিনা। একের পর এক আক্রমণাত্মক রিটার্নে দু'বার সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভাঙেন। টানা পাঁচটি গেম জিতে ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান। চাপ সামলাতে না পেরে কার্যত ম্যাচ থেকে হারিয়ে যান শীর্ষবাছাই। শেষ পর্যন্ত ৬-৪ ব্যবধানে সেট ও ম্যাচ জিতে নেন রিবাকিনা।

পরিসংখ্যানে অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিলেন সাবালেঙ্কা। এস সার্ভিস, প্রথম সার্ভিসের সাফল্য বা ডবল ফল্টের সংখ্যায় রিবাকিনাকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়। তবু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে চাপ সামলাতে ব্যর্থ হন তিনি। সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগান রিবাকিনা। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে তাই নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল মহিলা সিঙ্গলস। মেলবোর্ন পার্কে তিন বছর আগের হতাশার বদলা নিয়ে স্বপ্নপূরণ করলেন এলেনা রিবাকিনা।

হরিয়ানাকে হারিয়ে রঞ্জির গ্রুপ পর্বের শীর্ষে বাংলা

আরো খবর প্রতিবেদন: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও দাপট বজায় রাখল বাংলা। রঞ্জি ট্রফিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে একতরফা লড়াইয়ে ১৮৮ রানে জয় পেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। লাহলির ম্যাচে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেন শাহবাজ আহমেদ। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ উইকেট নিয়ে কার্যত একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিলেন বাংলার স্পিনার অলরাউন্ডার। সাত ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই নকআউটে পৌঁছল বাংলা।ব্যাট হাতে যদিও চিন্তা বাড়াল বাংলার ব্যর্থতা। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৯৩ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলার ইনিংস। টপ অর্ডার ভেঙে পড়লেও এক প্রান্ত আগলে লড়াই করেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ৮৬ রানের ইনিংসই প্রথম ইনিংসে বাংলার ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। জবাবে হরিয়ানাকে দাঁড়াতেই দেননি বাংলার পেস-স্পিন জুটি। আকাশ দীপ ৪০ রানে ৫ উইকেট নিয়ে শুরুটা করে দেন। পরে শাহবাজ আহমেদ ৪২ রানে ৫ উইকেট তুলে নিলে মাত্র ১০০ রানেই গুটিয়ে যায় হরিয়ানার ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা শুরুটা ভালো করলেও ফের ব্যাটিং ধস নামে। তৃতীয় দিনের শুরুতে তিন উইকেটে ১৫৫ রান নিয়ে খেলা শুরু করে বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৮৩) ও সুদীপ কুমার ঘরামি (৬১) লড়াই চালালেও মাঝের ও নীচের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২০০ রানেই শেষ হয়ে যায় ইনিংস। অনুষ্টুপ মজুমদার, রাহুল প্রসাদ, শাহবাজ আহমেদ, শাকির হাবিব গান্ধী, সুমন্ত গুপ্ত;কেউই বড় রান করতে পারেননি। হরিয়ানার সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯৪।লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা মোটামুটি করলেও খুব দ্রুতই শাহবাজের স্পিনে ছন্নছাড়া হয়ে যায় হরিয়ানার ব্যাটিং। নবম ওভারে পরপর তিন উইকেট তুলে ম্যাচের রাশ নিজের হাতে তুলে নেন তিনি। প্রথম পাঁচটি উইকেটই ছিল তাঁর দখলে। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে হরিয়ানা। শেষ পর্যন্ত শাহবাজ ৩৮ রানে ৬ উইকেট নেন। তাঁকে সহায়তা করেন মুকেশ কুমার (৪০/২) ও আকাশ দীপ (২১/১)। মাত্র ১০৫ রানেই অলআউট হয়ে যায় হরিয়ানার ইনিংস। ফলে ১৮৮ রানের বড় জয় পায় বাংলা। গ্রুপ পর্বে একটিও ম্যাচ না হেরে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।

সতীর্থদের বাঁচাতে মিথ্যে বলেছিলাম

নাইট ক্লাব কাণ্ড নিয়ে স্বীকারোক্তি হ্যারি ব্রুকের

আরো খবর প্রতিবেদন: টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ফের বিতর্কে জড়ালেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রস্তুতির মাঝেই ওয়েলিংটনের একটি নাইট ক্লাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার নয়া মোড় সামনে এল। জানা যায়, অতিরিক্ত মদ্যপানের অভিযোগে একটি নাইট ক্লাবে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় হ্যারি ব্রুককে। সেই সময় বাউন্সারের সঙ্গে ঝামেলাতেও জড়ান তিনি। ঘটনার পর ব্রুক ইংল্যান্ড দলকে জানান যে, ওই রাতে তিনি একাই ছিলেন এবং নিজের আচরণের দায় স্বীকার করেন। সেই ঘটনার জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্তও করা হয়।কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষে সেই ঘটনায় নতুন তথ্য সামনে আনলেন খোদ ব্রুকই। তিনি স্বীকার করে নেন, ঘটনার দিন তিনি একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সতীর্থ জ্যাকব বেথেল এবং জশ টাং। এর আগে একাধিক রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, এই তিন ক্রিকেটারকেই আর্থিক জরিমানা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

এই প্রসঙ্গে ব্রুক বলেন, 'ওয়েলিংটনে আমার আচরণের জন্য সম্পূর্ণ দায় আমি নিচ্ছি। এটাও মেনে নিচ্ছি যে, ওই দিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে জাতীয় দলের সতীর্থরাও ছিল। আগে যে মন্তব্য করেছিলাম, তা ভুল ছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল বেথেল ও জশকে বাঁচানো। আমার ভুলের জন্য যাতে ওদের ভুগতে না হয়, সেটাই চেয়েছিলাম। এটা আমার কেরিয়ারের কঠিন সময়, তবে এই ঘটনা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।'

মদ্যপান সংক্রান্ত কারণে ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের বিতর্কে জড়ানো অবশ্য নতুন নয়। সদ্য সমাপ্ত অ্যাশেজ সিরিজরে মাঝেও ছুটির সময়ে বেন স্টোকস, হ্যারি ব্রুকদের বিরুদ্ধে দেদার মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছিল। তবে এবারে বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। তারই জেরে শ্রীলঙ্কা সফরে ইংল্যান্ড দলের উপর কার্ফু জারি করা হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, মাঝরাতের আগেই সমস্ত ক্রিকেটারকে হোটেলে ফিরে আসতে হবে। বিশ্বকাপের আগে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।

বিশ্বকাপের আগেই ইভেন্ট বাতিল পাকিস্তানের

আরো খবর প্রতিবেদন: টি ২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত বাকি দলগুলি, তখন বিশ্বকাপ ঘিরে অনিশ্চয়তার নাটকেই মেতে রয়েছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করলেও এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেই অনিশ্চয়তারই নতুন অধ্যায় হিসেবে এ বার আচমকা বাতিল করা হল পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জার্সি (কিট) উন্মোচনের অনুষ্ঠান।শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় টি,টোয়েন্টি ম্যাচের টসের পর বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান দলের আনুষ্ঠানিক জার্সি প্রকাশ্যে আনার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচের দিনই 'অনিবার্য পরিস্থিতি'র কথা জানিয়ে সেই ইভেন্ট বাতিল করে দেয় পিসিবি। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোনও নির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তবে একাধিক সূত্রের দাবি, বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের সবুজ সংকেত না মেলায় এমন কোনও প্রতীকী পদক্ষেপ নিতে চাইছে না বোর্ড, যা পাকিস্তানের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পিসিবি আগেই জানিয়েছে, বিশ্বকাপ খেলার বিষয়ে তারা পুরোপুরি সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। আগামী সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি পাক সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেই খবর। তার আগেই বিশ্বকাপের জার্সি প্রকাশ করলে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা যেত। সেই কারণেই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকের মতে, বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে দর কষাকষি বা সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখার কৌশলেরই অংশ এই পদক্ষেপ।এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় পেলেও, বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতিতে যে প্রভাব ফেলছে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি সময় নেই, অথচ এখনও নিশ্চিত নয় পাক দলের অংশগ্রহণ।তবে অন্য একটি সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বকাপ না খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের জন্য শ্রীলঙ্কা যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে পিসিবি। ২ ফেব্রুয়ারি ভোরে কলম্বোর উদ্দেশে রওনা দেবে পাক দল। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সব ম্যাচই শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এমনকি তারা ফাইনালে উঠলেও সেই ম্যাচও হবে শ্রীলঙ্কাতেই। ফলে ভারত ম্যাচ বয়কট বা পুরো টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

আইএসএল-এর আগেই জেরিকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল

আরো খবর প্রতিবেদন: আইএসএলের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করার কাজ শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা এ বারের আইএসএলের দু'সপ্তাহ আগে ওড়িশা এফসি থেকে ভারতীয় ফুটবলার জেরি মাওয়াইয়াকে সই করাল লাল-হলুদ ব্রিগেড। এর থেকেই স্পষ্ট, আসন্ন আইএসএলে আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছক কষেছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। ইস্টবেঙ্গলে ১৭ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন মিজোরামের এই ফুটবলার। আইএসএলে দীর্ঘদিন খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ২৮ বছর বয়সি জেরির। ২০১৬ সালে ডিএসকে শিবাজিয়ান্সে তাঁর পেশাদার কেরিয়ার শুরু। সেই বছরই লোনে আইএসএলের ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেডে যোগ দেন। পরের মরসুমে তাঁকে কিনে নেয় জামশেদপুর এফসি। সেখানে দু'বছর খেলার পর ওড়িশা এফসিতে যোগ দেন জেরি। গত ছ'বছর ওড়িশার জার্সিতে খেলেছেন তিনি। সব মিলিয়ে আইএসএলের তিনটি দলের হয়ে ন'টি মরসুম খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

জেরির সবচেয়ে বড় শক্তি। ৯০ মিনিট ধরে সমান তালে খেলতে পারেন তিনি। ২০২৩ সালে ওড়িশাকে সুপার কাপ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জেরি। আইএসএলে এখনও পর্যন্ত ১৪১টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। করেছেন ১৮টি গোল, সঙ্গে রয়েছে ২২টি অ্যাসিস্ট। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও খেলেছেন এই উইঙ্গার। জেরিকে দলে নেওয়া প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো বলেন, 'এই সই থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা কী ধরনের ফুটবল খেলতে চাই। ভারতীয় ফুটবলে জেরি বড় নাম। ওর গতি ও দক্ষতা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। আমরা এমন একটা দল গড়ছি, যারা জেতার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামবে। সেই দলে জেরি গুরুত্বপূর্ণ।'ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত জেরিও। তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি খুব খুশি। আমি মিজোরামের ছেলে। ছোটবেলায় টুলুঙ্গার মতো মিজো ফুটবলারকে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে খেলতে দেখেছি। তখন থেকেই এই ক্লাবে খেলার স্বপ্ন ছিল। সেই সুযোগ পেয়েছি। দলকে জেতাতে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।

আজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের লড়াই

আরো খবর প্রতিবেদন: আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। আজ অর্থাৎ রবিবার আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই কার্যত নক-আউটের সমান। যে দল জিতবে, তারাই পৌঁছে যাবে সেমিফাইনালে। ফলে বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেদের ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই চড়ছে উত্তেজনার পারদ। এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তান শিবির। চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন পাক দলের নির্ভরযোগ্য উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ শায়ন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। বোর্ড জানায়, অনুশীলনের সময় উইকেটকিপিং করার সময় এক ফাস্ট বোলারের বল সরাসরি নাকে এসে লাগে শায়নের। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্স-রে রিপোর্টে নাকের হাড় ভাঙার কথা জানা গিয়েছে। শায়নের পরিবর্তে শীঘ্রই নতুন ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছে পিসিবি।গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এই চোটে স্বাভাবিকভাবেই চাপে পাকিস্তান শিবির। কারণ, রবিবার হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত তাদের। সুপার সিক্সে গ্রুপ-১ থেকে ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালের টিকিট কেটে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান। গ্রুপ-২ থেকে প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে পৌঁছেছে ইংল্যান্ড। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই চলছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।

গ্রুপ-২-এ তিনটি ম্যাচ খেলে ভারত সংগ্রহ করেছে ৬ পয়েন্ট, সেখানে পাকিস্তানের পয়েন্ট ৪। ফলে রবিবার জয় পেলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হবে টিম ইন্ডিয়ার। অন্যদিকে, পাকিস্তান যদি ভারতকে বড় ব্যবধানে হারাতে পারে, তাহলে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে (৬)। সেক্ষেত্রে নেট রান রেটের হিসেবেই নির্ধারিত হবে সেমিফাইনালের ভাগ্য।ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ম্যাচটি রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি, বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। শেষবার এশিয়া কাপের ফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে জয় পেয়েছিল পাকিস্তান। এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই সমীকরণ বদলাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। সব মিলিয়ে এই ভার্চুয়াল নক-আউট ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের অপেক্ষা এখন চূড়ান্ত রোমাঞ্চের ম্যাচের দিকে।

বড় ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার, টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন কামিন্স

অজি দলে নেই স্মিথও

আরো খবর প্রতিবেদন: আশঙ্কাই সত্যি হল। টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স। বিশ্বকাপের আগে তাঁকে ফিট করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া দলের মেডিক্যাল স্টাফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সময়ের মধ্যে সেরে উঠতে পারলেন না অজি তারকা পেসার। ফলে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া।শনিবার ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। সেই ঘোষণাতেই নিশ্চিত করা হয়, কামিন্সের জায়গায় বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার বেন ডোয়ারশুইস। তবে দলে জায়গা পাননি স্টিভ স্মিথের মতো তারকা ক্রিকেটার। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে মিচেল মার্শের নেতৃত্বেই নামবে অস্ট্রেলিয়া।এই বিষয়ে নির্বাচক টনি ডোডেমেইড এক বিবৃতিতে জানান,'পিঠের চোট থেকে প্যাটের পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। সেই কারণেই আমরা বেনকে দলে নিয়েছি। বাঁহাতি পেসার হিসেবে ও দলের শক্তি বাড়াবে। পাশাপাশি ও অসাধারণ ফিল্ডার এবং লোয়ার অর্ডারে দ্রুত রান তুলতেও পারে। উপমহাদেশের উইকেটে ওর সুইং বোলিং এবং গতির পরিবর্তন কার্যকর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

উল্লেখ্য, অ্যাশেজ সিরিজের আগে পিঠে চোট পান প্যাট কামিন্স। সেই চোটের কারণে অ্যাশেজের পাঁচ টেস্টের মধ্যে চারটিতে খেলতে পারেননি তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দু'-তিনটি ম্যাচে কামিন্স খেলতে পারবেন; এমন জল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জানা যায়, তিনি পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যাচ্ছেন।কামিন্স ছাড়াও জশ হ্যাজেলউড এবং টিম ডেভিডের চোট নিয়েও চিন্তায় ছিল অস্ট্রেলিয়া শিবির। যদিও এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে চোট-সংশয় কাটিয়ে উঠেছে বোর্ড। দু'জনেই বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন।এ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে আরও একটি পরিবর্তন করা হয়েছে। অফ ফর্মে থাকা ম্যাথিউ শর্টকে বাদ দেওয়া হয়েছে দল থেকে। তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ম্যাট রেনশ। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি কুইন্সল্যান্ড বুলস ও ব্রিসবেন হিটের হয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন রেনশ।এই নিয়ে নির্বাচক ডোডেমেইড জানান,'শ্রীলঙ্কায় গ্রুপ পর্বে স্পিন সহায়ক উইকেট থাকার সম্ভাবনা প্রবল। টপ অর্ডার প্রায় নিশ্চিত। তাই মিডল অর্ডারে ভরসা জোগানোর জন্য রেনশকে নেওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্টের শুরুতে টিম ডেভিড চোট সারিয়ে ফিরবেন। তার আগে বাঁহাতি ব্যাটার হিসেবে মিডল অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে রেনশ।'

অস্ট্রেলিয়া দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট রেনশ, মার্কাস স্টোইনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

সম্পাদক : রাজাময় মুখার্জী

মুখার্জী পাব্লিকেশনের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক রাজাময় মুখার্জী কর্তৃক ৮/১-এ হাজরা রোড, চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০০২৬ হইতে প্রকাশিত, এল.এস. পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে মুদ্রিত। DL No.17 ফোন : ০৩৩ ৬৮২৬০৩৭৬/৯০৫১৬৪০৪০১ RNI NO. WBBEN/2005/20115